দরবেশ গ্রন্থাবলী

মহাত্মা গুরু নানক প্রণীত

কিরণচাঁদ দরবেশ অনূদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৪১

ওঁ

উৎসর্গ-পত্র

আজি "গুরু-গ্রন্থজীর" আলোচনা-ক্ষণে,
তোমার মোহন-মূর্ত্তি জাগিতেছে মনে।
মনে পড়ে প্রেম-মুখে মৃদু মধু ভাষ,
মনে পড়ে শান্তোজ্জ্বল কিরণ বিকাশ;
মনে পড়ে সুধা-কণ্ঠে বৈকুণ্ঠের সুর,
"গ্রন্থ-সাহেবের"-পাঠ ললিত মধুর;
মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে কী দিব্য চাহিয়া,
তপ্ত এ জীবনে শান্তি দিয়েছ ঢালিয়া।
অন্তরের যত তাপ, ছুঁয়ে শ্রীচরণ,
আশীর্ব্বাদ-রূপে মোরে করেছে বরণ।
কেমন মোহন-বেশে সুধীরে আসিয়া,
সকল বন্ধন মোর দিলে ঘুচাইয়া,
"জপজী" তোমারি বাণী, তব সমাচার,
তোমারেই পুন আজি দিনু উপহার।

কার্ত্তিক সংক্রান্তি
৩০ কার্ত্তিক, ১৩২১
বারাণসী।

দীন সন্তান
কিরণ

নিবেদন

মহাত্মা গুরু নানক অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সনাতন ও সুবিমল গুরুমুখী ধর্ম্ম এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিখদিগের আদি গ্রন্থ "গুরুগ্রন্থ-সাহিবজী" বর্ত্তমান থাকিয়া, এখনও সৎগুরু ও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। "জপজী" এই আদি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়। আজ আমি বাঙ্গালী পাঠকদিগকে এই অমূল্য রত্ন উপহার দিয়া কৃতার্থ হইলাম।

এই স্থলে অনুবাদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা আবশ্যক। "জপজী" গ্রন্থ-সাহেবের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অংশ। ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ হইলে, এ গ্রন্থ কখনও শ্রুতিমধুর হইবার সম্ভাবনা নাই; বিশেষত বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে উহা কখনও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট হইবে না। তাই বাধ্য হইয়া আমাকে, মূল সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া গ্রন্থের ভাবানুবাদ করিতে হইয়াছে। এজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী শিখধর্ম্মী টিকাকারগণের নিকটে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছি। তাঁহাদের চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ।

আর একটি কথাও বাধ্য হইয়া বলা প্রয়োজন বোধ করি। আমি জপজীর কয়েকখানি ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ দেখিয়াছি। দুঃখের বিষয়, এই অনুবাদকগণের কেহই গুরুমুখী ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে স্থানে স্থানে গুরু নানকের বাক্য ও ধর্ম্মের একেবারে বিপরীত

অর্থ দাঁড়াইয়াছে। কাহারও ধর্ম্মমত সম্যকরূপে না জানিয়া তাহার গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

এখানে আমি মাত্র একটি দৃষ্টান্ত দিব। জপজীর আদি শ্লোকের প্রথম অংশ এই :—

এক ওঁ সৎনামু করতা পুরুখু নিরভয় নিরবৈরু।
অকালমূরতি অযূনীসৈভং গুরু প্রসাদি জপু॥

এইটিই শিখদিগের জপের মন্ত্র; এবং এই শ্লোকের মধ্যেই গুরুমুখী ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি যে কয়খানা ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনুবাদ দেখিয়াছি, উহার সকলগুলিতেই এই মূল মন্ত্রটির অনুবাদ করিতে গিয়া, বিশুদ্ধ গুরুমুখী ধর্ম্মের মর্ম্মেই কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। সকল অনুবাদকই লিখিয়াছেন :—"একমাত্র প্রণবরূপী সত্যস্বরূপ কর্ত্তাপুরুষ নির্ভয় নির্বৈরী অকালমূর্ত্তি অযোনিসম্ভব (পরমেশ্বর)। গুরুর প্রসাদে তাঁহার নাম জপ কর।" এই ব্যাখ্যা দ্বারা গুরু ও পরমেশ্বরকে বিভিন্ন কোঠায় ফেলিয়া, অনুবাদকগণ শিখ-ধর্ম্মীর প্রাণে যে কী দারুণ আঘাত দিয়াছেন, তাহা আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। গুরুর প্রসাদ লাভ করিয়া ব্রহ্ম-নাম জপ কর—এতো অতি উত্তম কথা। কিন্তু উত্তম কথা হইলে তো চলিবে না, নানকের কথা বলিতে হইবে। গুরুর কৃপা লাভ করিয়া ব্রহ্ম নাম জপ করা গুরুমুখী ধর্ম্ম নহে। শিখ শাস্ত্রে গুরু ও ব্রহ্ম দুই বস্তু নহেন। ঐ শ্লোকের খাঁটি ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে, যথা :—"অদ্বিতীয় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সত্যস্বরূপ কর্ত্তাপুরুষ নির্ভয় বৈরিরহিত অকালমূর্ত্তি অযোনিসম্ভব শ্রীগুরু। তাঁহার প্রসাদ (কৃপা) জপ (চিন্তা) কর।" দুঃখের বিষয়, আমার পর্য্যালোচিত একখানি পুস্তকেও এ ব্যাখ্যা নাই। এইরূপ বহুতর ভুল বশত অনুবাদগুলি শিখধর্ম্মীর অপাঠ্য হইয়াছে।

তারপর গ্রন্থের ভাষা ও উচ্চারণ। গ্রন্থসাহেবে যে প্রকার বর্ণযোজনা করিয়া যে বাক্য রচিত হইয়াছে, উহার উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষা-ভাষীর ন্যায় নহে : সুতরাং বাঙ্গলায় লিখিতে গিয়া যদি যথাযথ গ্রন্থসাহেবের বর্ণবিন্যাস লিখিত হয়, তবে বাঙ্গালী উহা উচ্চারণ করিতে গিয়া গুরুমুখী ভাষার এক হাস্যকর প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করিবেন, সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত দিতেছি। ধরুন, জপজীর ১ শ্লোকের তৃতীয় চরণ। গুরুমুখী ভাষায় যে বর্ণবিন্যাস আছে, তাহা এই—

"সহস স্যাণপা লথ হোহি তাঁ ইকন চল্লৈ নালি।"

কিন্তু গুরুমুখী ভাষায় ঐ চরণটি উচ্চারণ করিবার সময়ে, বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণ অনুসারে পাঠ দাঁড়াইবে এইরূপ—

"সহস সিয়াণপা লথ হোই তাঁ ইক্ ন চল্লৈ নাল।"

এস্থলে গুরুমুখী 'স্যাণপা' উচ্চারিত হইবে বাঙ্গলা 'সিয়াণপা' মত ; 'হোহি' উচ্চারিত হইবে 'হোই' ; 'নালি' উচ্চারিত হইবে 'নাল'। সুতরাং মূল গ্রন্থ যথাযথ বাঙ্গলা অক্ষরে না লিখিয়া, গুরুমুখী উচ্চারণ বাঙ্গলায় প্রকাশ করিতে যে বর্ণবিন্যাসের প্রয়োজন, তাহাই লিখিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এদিকেও অনুবাদকেরা কেহই দৃষ্টি রাখেন নাই। ফলে, বাঙ্গলা ভাষায় মূল পাঠ করিতে গিয়া, লিখিবার দোষে এক অদ্ভুত উচ্চারণের সৃষ্টি হইয়াছে ;—যাহা গুরুমুখী বলিয়া কোনও শিখের বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি এ বিষয়ে যতদূর পারিয়াছি, সতর্কতা গ্রহণ করিতে ত্রুটি করি নাই।

"গ্রন্থ সাহিবজী" অতি অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ ভক্তি গ্রন্থ। আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ বলিতেন,—"সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, হিন্দি ভাষায় তুলসীদাসের শ্রীরামচরিতমানস

এবং গুরুমুখী ভাষায় শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী,—চারি ভাষার এই চারিখানি গ্রন্থ আলোচনা করিলে নিখিল ভক্তি শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মে।" "জপজী" গ্রন্থসাহেবের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অংশ। যাহাতে বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ এদিকে আকৃষ্ট হইয়া এই মনোরম গ্রন্থখানির আলোচনায় তৎপর হয়েন, তাহাই আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীশ্রীগুরুদেব ও শ্রীশ্রীহরিনাম জয়যুক্ত হউন॥

গুরু নানক

সম্বৎ ১৫২৬, ইং ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে রাসপূর্ণিমার দিন পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত লাহোর জেলায় তালবণ্ডী গ্রামে মহাত্মা নানক জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে এই গ্রামের নাম নানকানা; উহা লাহোর হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। নানকানা নানকপন্থিগণের এক প্রধান তীর্থ।

নানকের পিতার নাম কালু ও মাতার নাম ত্রিপতা। কালু, ক্ষেত্রীজাতীয় বেদীবংশোদ্ভব ছিলেন, এবং গ্রাম্য মুসলমান-জমিদারের অধীনে পাটওয়ারীর কার্য্য করিতেন।

কালুর কুলপুরোহিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিত হরিদয়াল, নব-জাত শিশুর নাম "নানক-নিরঙ্কারী" রাখিলে, নানকের পিতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "পণ্ডিতজি, আপনি বালকের যে-নাম রাখিলেন, ইহা তো হিন্দু কি মুসলমান কাহারও শাস্ত্রেই দেখিতে পাই না। এ কী প্রকার নাম হইল?" পণ্ডিতজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এই বালক হইতে তোমার কূল পবিত্র হইবে; এবং ইহা দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মের এক আশ্চর্য্য ঐক্য-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই ক্ষণজন্মা বালককে তুমি সামান্য মনে করিও না।" বলা বাহুল্য, হরিদয়ালের এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল।

গুরু নানক ও মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, এই দুই মহাশক্তি পরস্পর প্রায় সম-সাময়িক ছিলেন, বলা যাইতে পারে। গুরু নানকের ষোড়শ

বৎসর পরে লীলাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন সমগ্র ভারতাকাশ ধর্ম্মের এক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের ভবিষ্য-যুগের ধর্ম্ম, প্রধানত এই দুই মহাপুরুষ কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র সাধুসমাজের "কুম্ভ-মেলা" নামক যে-এক বিচিত্র ও অতি পুরাতন সম্মিলন আছে, উহাতে আচার্য্য শঙ্কর এবং এই দুই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও পরিপুষ্ট, সন্ন্যাসী, উদাসী ও বৈষ্ণব নামক তিন সম্প্রদায়ই প্রধান বলিয়া গণনীয় হইয়া থাকে; অন্যান্য সম্প্রদায় ইহাদেরই আশ্রয়ে থাকিয়া শাখাপ্রশাখারূপে বর্দ্ধিত হইতেছে।

নানক, পিতামাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন; ইতিপূর্ব্বে ত্রিপতা এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, নানক তাঁহার শেষ সন্তান। মাতৃ-গর্ভ হইতেই যেন তীব্র বৈরাগ্য লইয়া, গুরুনানক ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্যান্য বালকের ন্যায় তাঁহার চঞ্চলতা ছিল না। তিনি শিশুকাল হইতেই যোগীদের ন্যায় আসন করিয়া, স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। রাস্তায় কোনও সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই গৃহে ডাকিয়া লইয়া আসিতেন, এবং সম্মুখে যাহা পাইতেন, তাহাই দিয়া দিতেন।

নানকের শিক্ষা—দেশ, কাল ও অবস্থা অনুযায়ী মন্দ হয় নাই। তিনি গ্রাম্য-গুরুমহাশয় গোপালের নিকট দেশীয়-ভাষা, বৈদ্যনাথ নামক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত-ভাষা এবং কুতবুদ্দিন নামক মোল্লার নিকট পারস্য-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসের সময়, প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য-অক্ষর লইয়া তিনি যে সুন্দর বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অতি অল্প বয়সেই নানক, হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

নবমবর্ষবয়সে নানকের উপনয়ন হয়। কথিত আছে, এই বয়সেই মহাত্মা নানক জাতি-বোধক উপবীত-চিহ্ন ধারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরে আত্মীয় স্বজনগণের একান্ত অনুরোধে উপবীতগ্রহণ করেন।

কালুর অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না; কায়-ক্লেশে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। তাই, নানকের বয়স যখন সবে-মাত্র পঞ্চদশবর্ষ তখনই তাঁহাকে কোনও লাভজনক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইবার উদ্দেশ্যে, বালা নামক ভৃত্যকে সঙ্গে দিয়া নিকটবর্ত্তী গঞ্জ হইতে বিংশ মুদ্রার লবণ খরিদ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। নানকের প্রথম ব্যবসায় অতি অদ্ভুতভাবে সম্পাদিত হইল। বালাকে সঙ্গে লইয়া, তরুণ যুবক রাস্তা চলিতে চলিতে পথিমধ্যে একদল সাধুর জমায়েৎ দেখিতে পাইলেন। সাধুদিগের দর্শন পাইয়া, নানক মুহূর্ত্ত-মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন, এবং ঐ বিংশ মুদ্রাদ্বারা প্রচুর আহার্য্য খরিদ করিয়া, সাধুদিগকে উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন। সঙ্গীয় ভৃত্য বালা, নানকের এই প্রকার আচরণের প্রতিবাদ করিলে, মহাপুরুষ হাস্য করিয়া বলিলেন, “দেখ বালা, লোকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। আমরা এই অর্থদ্বারা অদ্য যে অপূর্ব্ব সওদা করিলাম, এমন অত্যধিক লাভজনক ব্যবসায় আর কি হইতে পারে? মানবজাতির সঙ্গে বাণিজ্য করা অপেক্ষা, পরমাত্মা ঈশ্বরের সঙ্গে বাণিজ্য কি অধিক লাভ-জনক নহে?” বালা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের এই প্রকার নূতন ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। পর-জীবনে এই বালা, এবং মর্দ্দানানামক অন্য এক ডোম-জাতীয় রবাব-বাদক সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষই, গুরুজীর দুই প্রধান ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

একদা তিনি এক নদীতে স্নান করিতে গমন করিয়া, স্নানের নিমিত্ত অবগাহন করা মাত্র অদৃশ্য হইয়া যান। যে-ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল, ঐ

ভৃত্য আসিয়া সকলের নিকট নানকের জলমগ্ন হইবার সংবাদ দেয়। তদনুসারে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে না পাইয়া আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার মৃত্যু নির্দ্ধারণ করেন। ইহার তিন দিন পরে তিনি একদিবস হঠাৎ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তাঁহাকে সুস্থশরীরে ফিরিতে দেখিয়া, সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হয়। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বিষ্ণুদূতেরা আসিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার দীক্ষা হয়, এবং পৃথিবীতে পরমাত্মা শ্রীগুরু-মহিমা প্রচার করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে অবধূত বেশধারী শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে নানকের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। এই ঘটনার পরে সমস্ত বিষয়াদি দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়া, গুরু-নানক ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বহির্গত হন।

তিনি প্রথমেই প্রচার করেন যে, "হিন্দু কি মুসলমান বলিয়া কেহ নাই।" এই উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, সকলে ক্ষুণ্ণ হয়, এবং তাৎকালিক নবাব দৌলত খাঁ, তাঁহাকে এই বাক্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান। যখন নানক, নবাবসমীপে উপস্থিত হইলেন, তখন মধ্যাহ্ন-নেমাজ পাঠের সময়; কাজী সাহেব নবাব-ভবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নেমাজ পাঠ করিতেছিলেন। নানক, কাজী সাহেবের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। কাজী সাহেবকে এই প্রকার অপমান করায়, নবাব ক্ষুব্ধ হইয়া নানকের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নানক উত্তর দিলেন যে, কাজী সাহেবের নেমাজ কখনও স্বর্গে পৌঁছিবে না; কারণ, যখন তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মন পরমাত্মার দিকে ছিল না; পরন্তু প্রাঙ্গণস্থিত কূপ-সমীপবর্ত্তী এক সদ্য-জাত মেষ-শাবকের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট ছিল। ইহা শ্রবণ করিয়া কাজী সাহেব নানকের পদতলে

পতিত হন, এবং সাশ্রু-নয়নে নানকের বাক্য যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন।

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। যাঁহারা শিখ-ধর্ম্মের নিগূঢ়-তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত নহেন, তাঁহারা সকলেই নানককে ব্রহ্মবাদী বলিয়া থাকেন। বস্তুত গুরুবাদী ও ব্রহ্মবাদীর মধ্যে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই। কিন্তু অন্তত বাঙ্গালাদেশে আমরা চলিত-কথায় যাহাকে ব্রহ্মবাদ বলিয়া বুঝি, অর্থাৎ মহাত্মা রাজা রামমোহন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত যে ব্রহ্মবাদ প্রচলিত আছে, নানকজী সে প্রকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন না। নানক, একমাত্র গুরু ব্যতীত অন্য কোনও দ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। এই সদ্‌গুরুকেই তিনি কখনও পরমাত্মা, কখনও গোবিন্দ, কখনও স্বয়ম্ভু, কখনও বা শ্রীরাম, হরি, পার্ব্বতী, ব্রহ্মা, গোরক্ষ-নাথ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে সম্বোধন করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, কোনও ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন সর্ব্বাগ্রে উহার বর্ণমালা অভ্যাস করিতে হয়, বর্ণমালা-জ্ঞান না জন্মিলে কোনও ভাষায়ই প্রবেশাধিকার জন্মে না, সেই প্রকার সদ্‌গুরুর আশ্রয় না পাইলে, কোনও মনুষ্যেরই ধর্ম্ম-জগতে প্রবেশ করিবার অধিকার জন্মে না। বর্ণমালা অভ্যাস হইলে, পরে যতই উৎকৃষ্ট তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া গভীর জ্ঞান অর্জ্জন কর না কেন, ঐ সমস্ত গ্রন্থের মহা-বাক্যগুলি বর্ণমালারই পরস্পর সমাবেশমাত্র ; বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া কোনও গ্রন্থই পাঠ করিবার উপায় নাই। সেই প্রকার ধর্ম্ম-জগতেও সাধনবলে যতই গভীর তত্ত্ব-রাজি ও মহা-সত্য সকল প্রাণে উপলব্ধি কর না কেন, উহা সমস্তই সদ্‌গুরুর ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবে। সদ্‌গুরুর স্বরূপ-বিকাশের মধ্য দিয়াই পরমাত্মার প্রকাশ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও দ্বিতীয় পন্থা নাই। তুমি তোমার উপাস্যকে হরি বল, হর বল,

পার্ব্বতি বল, গণেশ বল, সূর্য্য বল, ব্রহ্ম বল, আল্লা বল, যাহাই বল না কেন, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ নাই। নিরাকার বল,—সাকার অস্বীকার কর, কোনও আপত্তি নাই; আবার সাকার বল,—নিরাকার অস্বীকার কর, তাহাতেও কোনই আপত্তির কারণ নাই। কেননা, তুমি যদি সদ্‌গুরুর আশ্রয় পাইয়া থাক, তবে তাঁহার আদেশ অনুযায়ী সাধন করিতে করিতে সমস্ত সত্য-তত্ত্বই তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। পূর্ব্বে ভগবৎ-তত্ত্ব, পরের-মুখে-ঝাল-খাওয়ার-ন্যায় অবগত হইয়া, তৎপরে তাঁহার উপাসনা নয়, পরন্তু উপাসনা-বলেই তাঁহার স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। সুতরাং তোমার কোনও প্রকার সাকার-নিরাকার লইয়া তর্কের আবশ্যক নাই। তুমি হিন্দু হও, হিন্দুর সদাচার অবলম্বন কর; মুসলমান হও, মুসলমানের আচার লইয়া থাক; খৃষ্টান হও, খৃষ্টানের ন্যায় জীবনযাপন কর; কেবল মাত্র সদ্‌গুরুর আশ্রয় লও, এবং তাঁহার আদেশ অবিচারে মানিয়া যাও; তবেই যথার্থ সত্যধর্ম্ম লাভ হইবে। ইহাই গুরু নানকের ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব। এই প্রকার একান্ত নৈষ্ঠিক-ধর্ম্ম যিনি প্রচার করেন, তাঁহার কোনও প্রকার ভেদ-বুদ্ধি থাকিতে পারে না; তিনি বিধি-নিষেধের অতীত। সুতরাং বলা বাহুল্য, গুরু নানকের বিন্দুমাত্র জাতি-বুদ্ধি ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান, দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কেননা, তিনি হিন্দুকে বলিতেন না, তুমি জাতিভেদ ছাড়; কিম্বা মুসলমানকে বলিতেন না, তুমি জাতিভেদ মান। বস্তুত ধর্ম্ম-জীবন পূর্ব্বে, মতের বিশুদ্ধতা তাহার পরে। কতকগুলি মত মানিয়া লইয়া, পরে সাধন-ভজন করিতে হইবে, তাহা নহে; পরন্তু সদ্‌গুরু-বাণী অনুসারে ধর্ম্মযাজন করিতে করিতে যাহার পক্ষে যে প্রকার প্রয়োজন, তাহার নিকট সেই প্রকার পন্থাই প্রকাশিত হইবে। সমস্ত মানবসমাজ ধর্ম্মের একই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া নাই; সুতরাং একজনের পক্ষে যাহা

বিধি, অন্যের পক্ষে তাহা নিষেধ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। এই প্রকার উদার ও সার্ব্বজনীন মত মহাত্মা নানক ব্যতীত আর কেহ ইতিপূর্ব্বে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। তাই তিনি হিন্দুর দেবার্চ্চনা ও মুসলমানের নেমাজ, উভয় ব্যাপারেই পূর্ণপ্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নানকের বহু বৎসর পরে, বাঙ্গালা দেশে এক মহাপুরুষ এই প্রকার সার্ব্বজনীন উদার-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, সর্ব্ব-বর্ণের লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কথা বলা আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

নানকের বৈরাগ্য দেখিয়া, কালু ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন মনে করিলেন, বোধ হয় বিবাহ দিলে নানকের মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। এই প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, যখন নানকের বয়স বিংশবর্ষ, সেই সময়ে পক্ষকারান্ধব গ্রামবাসী মূলা-নামক ক্ষত্রিয়ের কন্যা চৌনী বা সোণীর সঙ্গে তাঁহারা নানকের বিবাহ দিলেন। এই সময়ে নানক স্থলতানপুরে তাঁহার ভগ্নীপতি জয়রামের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। জয়রাম নানককে লইয়া গিয়া, নবাব দৌলত খাঁর রসদ বিভাগে এক উচ্চপদের চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই কমিসেরিয়েটের কার্য্য, নানক অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন। ৩২ বর্ষ বয়সে নানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদ, এবং ৩৬ বর্ষ বয়সে কনিষ্ঠপুত্র লক্ষ্মীচাঁদের জন্ম হয়। কিন্তু যাঁহার চিত্ত একবার গুরু-মুখী হইয়াছে, সংসারের এমন কী শক্তি আছে, যাহাতে তাহাকে পুনরায় ঘর-মুখী করিতে পারে? এই সময়ে নানকের ভগবৎ-প্রেম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। সে নবানুরাগে যুবতী পত্নী ও অর্থকরী চাকরী কোথায় ভাসিয়া গেল! একান্ত চেষ্টা করিয়াও সংসার-ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি সংসারে থাকিয়াও উদাসীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতেন, এবং

দিবসের অধিকাংশ সময়ই বালা ও মর্দ্দানার সহিত নির্জ্জনে ভগবৎ-প্রসঙ্গে কাল কাটাইতেন।

নানক, বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বহু বহু আশ্চর্য্য ও অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। আমরা সে সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করিয়া, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। কথিত আছে, সুমেরুপর্ব্বতে দেবাদিদেব মহাদেব ও মহা মহা যোগিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মক্কায় যখন উপস্থিত হন, তখন তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, অন্যমনস্কতাবশত মসজিদের কাবার দিকে পদ-বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। ভগবানের গৃহের প্রতি এই প্রকার অসম্মাননা দেখিয়া, কাজী রুকুদ্দিন তাঁহাকে ভৎ´সনা করেন। নানক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কাজী সাহেব, সমস্ত গৃহই যে ভগবানের গৃহ! আমার পা এরূপ স্থানে ফিরাও দেখি, যেখানে ভগবানের গৃহ নাই!" কথিত আছে, কাজী যে-দিকে নানকের পা ফিরাইতে লাগি-লেন, কাবাও সেইদিকে ফিরিতে লাগিল। এই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড অবলোকন করিয়া, কাজী তাঁহার পদ-চুম্বন করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

পঞ্চমবারে গুরু নানক গোরখ্-হাতাবি পর্য্যন্ত প্রচার করিয়া আইসেন। ইহার পরে আর তিনি প্রচারে বহির্গত হন নাই : শেষ জীবন স্বদেশেই যাপন করিয়াছিলেন। গুরু নানক কোনওরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক উপদেশ দিতেন না ; বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। শিখজাতি গঠন ও শিখরাজ্য সংস্থাপন তাঁহার পরবর্ত্তী গুরুগণের কার্য্য। নানক নিজেকে সামান্য একজন ফকির বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "তুঁহায় নিরঙ্কার কর্ত্তার, নানক বান্দা তেরা," ইহাই তাঁহার নিজ সম্বন্ধে

বাক্য ছিল। নানক অবতার মানিতেন, কিন্তু নিজে কখনও অবতার সাজিয়া বসেন নাই। তিনি নিজ গৃহে এক প্রকাণ্ড অতিথি-শালা স্থাপন করিয়াছিলেন; সেখানে অসংখ্য দীন-দুঃখী প্রত্যহ আহার পাইত।

সম্বৎ ১৫৯৫, ইং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে গুরু নানক দেহত্যাগ করেন। দেহরক্ষার পূর্ব্বে রাভীনদীতীরে উপস্থিত হইয়া, এক শুষ্ক বৃক্ষতলে উপবেশন করেন; তাঁহার স্পর্শে শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিত হইয়া উঠে, এবং সেখানে অসংখ্য লোক তাঁহার মহা-প্রস্থান দর্শন করিবার জন্য সমবেত হয়। তিনি দেহরক্ষা করিবেন বলিয়া, সেই বৃক্ষ-নিম্নে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া শয়ন করেন। তখন তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যগণের মধ্যে মহা কলহ উপস্থিত হয়। হিন্দুরা বলেন, নানকের মৃত্যুর পরে তাঁহারা তাঁহার দেহ দাহ করিবেন; মুসলমানগণ বলেন, তাঁহারা গোর দিবেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কোনওপ্রকার সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে গুরু নানকের কোনও উপদেশ ছিল না। তিনি বিবাদ শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তোমরা উভয় দলে আমার উভয় দিকে কতকগুলি পুষ্প স্থাপন কর। প্রাতে আসিয়া যদি হিন্দুগণ দেখেন যে তাঁহাদের পুষ্পগুলি শুষ্ক হয় নাই, তবে তাঁহারা দাহ করিবেন; আর মুসলমানগণ যদি দেখেন যে তাঁহাদের পুষ্পগুলি শুষ্ক হয় নাই, তবে তাঁহারা গোর দিবেন।" তদনুসারে উভয়দল গুরুজীর উভয় পার্শ্বে পুষ্প-স্থাপন করিয়া, নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিন প্রাতে আসিয়া সকলে দেখিলেন, পুষ্পগুলি পড়িয়া রহিয়াছে, একটীও শুষ্ক হয় নাই, কিন্তু গুরুজী কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার শয়ন-স্থানেও অনেকগুলি সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু দেহ নাই। এইরূপে শিখদিগের আদিগুরু মহাত্মা নানকজী পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন।

নানকের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি

দেহরক্ষার পূর্ব্বে ধর্ম্মের গদি বা শিখদিগের গুরুত্ব তাঁহার কোনও পুত্রের হস্তে দিয়া যান নাই ; পরন্তু তাঁহার প্রিয়-শিষ্য মহাত্মা অঙ্গদকে দ্বিতীয় গুরু নির্দ্দেশ করিয়া যান। ইহাতে তাঁহার পুত্রগণ বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। নানক ইহা বুঝিতে পারিয়া, আশ্চর্য্য উপায়ে তাঁহার পুত্রগণকে এ বিষয়ে এক শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদিন তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়, শিষ্য অঙ্গদ ও অন্যান্য ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে রাভী-নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নদীতীরে একস্থানে একটী মৃতদেহ পতিত দেখিয়া, নানক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচাঁদকে বলিলেন, "পুত্র, এই মৃতদেহটি ভক্ষণ কর।" পুত্র অবাক্ হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, নানক পুনঃ পুন ঐ মৃতদেহ ভক্ষণ করিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র বলিলেন, "পিতঃ, আপনার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিল ?—নতুবা কি প্রকারে আমাকে একটা পচা দুর্গন্ধময় মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে বলিতেছেন ?" পিতা ঈষৎ হাসিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র লক্ষ্মীচাঁদকে ঐ প্রকার আদেশ করিলেন। তিনিও পিতাকে উন্মাদ স্থির করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। তখন মহাপুরুষ, শিষ্য অঙ্গদকে বলিলেন, "অঙ্গদ, এই মৃতদেহ ভক্ষণ কর।" গুরুগতপ্রাণ ভক্ত-শিরোমণি অঙ্গদ, যোড়হস্তে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "প্রভো, কোন্ দিক হইতে আরম্ভ করিব, পায়ের দিক হইতে কি মাথার দিক হইতে ?" ভক্তের পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। গুরুজী গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মাথার দিক হইতে আরম্ভ কর।" অঙ্গদ তৎক্ষণাৎ ঐ মৃতদেহের নিকটবর্ত্তী হইয়া পরম পরিতৃপ্তির সহিত উহা ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সবিস্ময়ে সকলে দেখিলেন, যাহাকে তাঁহারা মৃতদেহ অনুমান করিয়াছিলেন, উহা মৃতদেহ নহে, এক রাশি হালুয়া মৃতদেহ আকারে পতিত রহিয়াছে।

মহাত্মা গুরু নানক শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু অবতার ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, শ্রীভগবানের পার্ষদ রাজর্ষি জনক ধরাধামে গুরু নানক রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীসৎগুরু আরতি

[মহাত্মা গুরু নানক বিরচিত]

গগনময় থালু, রবিচন্দ্র দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা, জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানলো, পবন চবর করে,
সগল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি॥
কৈসি আরতি হোই,
ভব-খণ্ডনা, তেরি আরতি।
অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী॥
সহস তব নয়ন, নন নয়ন হোহি তেহিকৌ,
সহস মূরতি নন এক তোহি।
সহস পদ বিমল, নন এক পদ,
গন্ধ বিনু সহস তব, গন্ধ ইব চলত মোহি॥
সভমহি জ্যোত, জ্যোত হৈ সোই,
তিস্‌দে চানন, সভমহি চানন হোই।
গুরু সাখ্‌সী, জ্যোত পরগট হোই,
যে তিস্‌ ভাবৈ, সো আরতি হোই॥
হরিচরণ-কমল মকরন্দ লোভিত,
মন অনদিনো মোহিয়হি পিয়াসা।
কৃপাজল দেহ, নানক-সারঙ্গকৌ,
হোই যাতে তেরে নাই বাসা॥

গগনের থালে রবি-চন্দ্রমা বাতি ;
তারকা ঝলকে ওই মুকুতার পাঁতি ।
মলয় অনিল ধূপে
পবন চামরে চুপে,
ফুটন্ত ফুলদল বনানি বিভাতি ।

জয় জয় জয় হে আরতি !
যোগীর হৃদয় মাঝে
অনাহত ভেরী বাজে,
ওহে ভব-খণ্ডন ! মহান্ আরতি ॥

নয়নবিহীন তুমি হাজার নয়নে চাও,
পদহীন, দিকে-দিকে হাজার চরণে ধাও
তোমার মূরতি নাই,
তবু তুমি সব ঠাঁই
বিকশিত করিয়াছ হাজার মূরতি ।
জয় জয় জয় হে আরতি ॥

গন্ধবিহীন তুমি অফুরাণ গন্ধে,
আমোদিত করিয়াছ ত্রিভুবনানন্দে ।
সকল শোভার সাজে
তোমার মাধুরী রাজে,
সকল জ্যোতির থরে তব নব জ্যোতি ।
জয় জয় জয় হে আরতি ॥

সাক্ষাৎ সদ্‌গুরু হে !
বিরাজিছ বিথারিয়া করুণার দ্যুতি ।
জয় জয় জয় হে আরতি ॥

শ্রীহরিচরণ-কমলের মধু গন্ধে,
মম চিত পিপাসিত বিমল আনন্দে ;
নানক পাগল-পারা,
বরিষ করুণা-ধারা,
হে প্রভো, পিয়াসী এই চাতকের মতি
নামের মাঝারে হোক্ চির নিবসতি ।
জয় জয় জয় হে আরতি ॥

জপজী

আদি শ্লোক

এক ওঁ সৎনামু করতা পুরখু, নিরভউ নিরবৈরু।
অকাল-মূরতি অজূনী-সৈভং গুরু প্রসাদি, জপু॥

আদি সচ্চ্, যুগাদি সচ্চ্।
হৈভী সচ্চ্ নানক, হোসীভী সচ্চ্॥

জপ মন, সৎ-গুরু নাম!
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কারী, এক সত্য-নামধারী,
জগতের সর্ব্ব-কার্য্য-কারণ-নিদান;
নির্ভয় বিনাশ-হীন, লুপ্ত বিরোধের চিন,
অযোনি-সম্ভব দেব পুরুষপ্রধান।
বর্ত্তমানে পরে-আগে, আদি-অন্ত-মধ্যভাগে,
সত্যরূপে বিরাজিত সত্য ভগবান্;
নানক, জপরে সদা সত্যময় নাম।

১

সোচৈ সোচি ন হোবই, জে সোচী লখবার ;
চুপৈ চুপ্ ন হোবই, জে লায়িরহা লিবতার।
ভুঁখিয়া ভুখ ন উতরী, জে বন্না পুরীয়া ভার ॥
সহস সিয়াণপা লখ হোই তাঁ ইক্ ন চল্লৈ নাল ;
কিব সচিয়ারা হোয়ই, কিব কূড়্ ড়ৈ তুট্টৈ পাল।
হুকমিরজাই চলনা নানক, লিখিয়া নাল ॥

আরে মন, কি কর বিচার !
তিনি যে অসীম সিন্ধু, তুমি ক্ষুদ্র এক বিন্দু,
বিচারে পাবে না মন, ঠিকানা তাঁহার ;
জন্ম জন্ম ভাব যদি শত-লক্ষবার।
করি বাক্য সুসংযত, বৃথা ধর মৌন-ব্রত,
তপস্যায় নাহি মিলে তাঁর সমাচার ;
ভূমা পরমাত্মা গুরু অগম্য অপার।
নগরের ঘরে ঘরে, কত খাদ্য থরে থরে,
ক্ষুধার্ত্তের তৃপ্তি কোথা দর্শনে তাহার ?
যদি মুষ্টি নাহি মিলে করিতে আহার।
সত্যরূপী-মহোদধি, ডুবিতে বাসনা যদি,
যদি বিনাশিতে চাও অসত্য-আঁধার ;
তাঁর বাণী শুনি মনে, চল নিজ নিকেতনে,
নানক, হুকুমে চল না-করি বিচার ;
অবিচারে থাক পড়ে চরণে তাঁহার।

২

হুক্‌মী হোবন আকার, হুক্‌মু্‌ ন কহিয়া জাই।
হুক্‌মী হোবন জীয়, হুক্‌মু্‌ মিলৈ বড়িয়াই ॥

হুক্‌মী উত্তম নীচ, হুক্‌মি লিখ দুখ সুখ পাইয়হি।
ইক্‌না হুক্‌মী বখসীস, ইক্‌ হুক্‌মী সদা ভবাইয়হি ॥

হুক্‌মৈ অন্দরি সভ কো, বাহর হুকুম্‌ ন কোই।
নানক, হুক্‌মৈ জে বুঝৈত হউমে কহৈ ন কোই ॥

কে কহিতে পারে বল কি তাঁর আদেশ,
আদেশে এ বসুন্ধরা ধরে নব-বেশ;
তাঁহার আদেশে জীব সৃষ্ট এ ধরায়,
বর্দ্ধিত উন্নত পুন তাঁহারি ইচ্ছায়;
তাঁহার কৌশলে যত উচ্চ-নীচ ভেদ,
তাঁর দান সুখদুঃখ আনন্দ ও খেদ;
তাঁর পুরস্কারে কেহ লভে চিরশান্তি,
তাঁর তিরস্কারে জীব ভোগে চিন্তা-ক্লান্তি;
সর্ব্বঘটে বিরাজিত অনাহত-ধ্বনি,
অগম্য তাঁহার তত্ত্ব, চির গুপ্তখনি;
হুকুম যে বুঝে তাঁর সরে না বচন,
'আমি আমি' ব্যর্থবাণী কহেনা সে জন।
জ্ঞান-বুদ্ধি লুপ্ত তাঁর মহিমার বানে,
নানক, তাঁহার তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।

৩

গাবৈ কো তান হোবৈ কি সৈ তান।
গাবৈ কো দাত্ জানৈ নিসান॥
গাবৈ কো গুণ বড়িয়াইয়াঁ চার।
গাবৈ কো বিদ্যা বিখম্ বিচার॥
গাবৈ কো সাজ করে তনু খেহ্।
গাবৈ কো জীয় লই ফিরি দেহ্॥
গাবৈ কো জাপৈ দিস্সৈ দূর।
পাবৈ কো বেখৈ হাদরা হদূর।
কথ্না কথীন আবৈ তোটি।
কথি কথি কথী কোটী কোটি কোটি
দেঁদা দে.লৈ দে থকি পাহি।
যুগ-যুগান্তর খাই খাহি॥
হুক্মী হুক্মু চলায়ে রাহ।
নানক, বিগসৈ বে-পরবাহ॥

তাঁহার বন্দনা-গান কে গাহিতে জানে?
অজ্ঞেয় অগম্য তত্ত্ব, নহে লভ্য জ্ঞানে।
যে করেছে অনুভব তাঁর এক কণা,
সেও তো না পারে তাঁরে করিতে বর্ণনা।
কেহ বলে গুণময়, কেহ গুণাতীত,
বিদ্যা বিচারিয়া কেহ হয় বিমোহিত।

বন্দে তাঁরে স্থষ্টিকর্ত্তা দেব পদ্মযোনি,
বিশ্ব-স্থষ্টি মূলে তাঁর পদ্ম হস্ত জানি।
স্বয়ম্ভূ সংহাররূপে গায় তাঁর জয়,
তাঁহার কৌশলে এই স্থষ্টি স্থিতি লয়।
অনিন্দিত গাথা গাহে যোগী-অনুরাগী,
পুনঃ পুন জন্ম লয় গুণগান লাগি।
দুর্জ্ঞেয় জানিয়া মনে, রহি দূরে দূরে,
জপ-যোগে কত যোগী জপে গুপ্তস্বরে।
কোনো ভাগ্যবান্ তাঁরে ভাবি নিজ-জন,
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ধ্যানে করিছে বন্দন।
মহিমা-অর্ণব গুরু, কে জানে মহিমা,
বর্ণনা করিয়া তাঁর কে পাইবে সীমা!
দাতা-শিরোমণি মোর প্রাণের দেবতা,
অনন্ত তাঁহার দান, অন্ত পাবে কোথা?
খাও পর তাঁর, সে যে ভাণ্ডার অক্ষয়,
যুগে যুগে উপভোগে শেষ নাহি হয়।
পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত সৎগুরু মোর,
নানক, হুকুমে চল, ছাড় তোর-জোর।

৪

সাচা সাহিব সাচ নাঁই ভাখিয়া ভাউ অপার।
আখহি মংগহি দেহি দেহি দাত্ করে দাতার॥
ফেরি কি অগৈ রখিয়ৈ, জিত্ দিসৈ দরবার;
মুহেঁৌ কি বোলন বোলিয়ৈ, জিত্ স্থনি ধরে পিয়ার।
অমৃত বেলা সচ নাঁউ বড ডিয়াই বিচার॥

করমী আবৈ কপ্‌ড়া নদরী মোখ দুয়ার।
নানক, এবৈঁ জানিয়ৈ সভ্‌ আপে সচিয়ার ॥

সত্যময় মহাশয়, সত্য তাঁর নাম,
অনন্ত ভাবের নিধি সত্য অনুপাম।
দানে কল্পতরু গুরু কি কব কৌতুক,
যে যা’ চায় পায় তাহা না হয় বিমুখ।
কেমনে অবোধ মন, যাবে দরবারে,
কোন্ উপহার লয়ে ভেটিবে তাঁহারে ?
কহিছে নানক, শুন সহজ সন্ধান,
অদ্ভুত মহিমা তাঁর সদা কর গান ;
উদয় হইতে অস্ত সে নাম গাহিবে,
আবার উদয়-তক্ বিভোর রহিবে।
আপন করম-দোষে জনম তোমার,
অজ্ঞান নাশিয়া হের মোক্ষের দুয়ার ;
হইবে তোমার যবে জ্ঞানের উদয়,
তুমি ও তোমার সব হবে সত্যময়।

৫

থাপিয়া ন জাই কিতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই ॥
জিন্ সেবিয়া তিন্ পাইয়া মান।
নানক, গাবিয়ৈ গুণী নিধান ॥

গাবিয়ৈ শুনিয়ৈ মন রাখিয়ৈ ভাউ।
দুখ পরহরি সুখ ঘরিলৈ জাউ।

গুরু মুখি নাদং গুরু মুখি বেদং গুরু মুখি রহিয়া সমাই ;
গুরু ঈশর গুরু গোরখ বর্‌মা গুরু পার্‌বতী মাই।
জে হুঁ জানা আখা নাহি, কহ না কথন ন জাই ॥

গুরু ইক দেহি বুঝাই।
সভ্‌না জীয়া কা ইকদাতা, সোমৈ বিসরি ন জাই ॥

সদ্‌গুরু দাতা বটে, বিরাজিত সর্ব্বঘটে,
অনন্ত নিখিল বিশ্ব তাঁহার মন্দির ;
দেবালয়ে গির্জ্জায়, ঠিকানা মিলে না হায়,
সর্ব্বময়,—তবু নহে কোনো স্থানে স্থির।
যজ্ঞ কিম্বা যোগ-দানে, বাহিরের অনুষ্ঠানে,
মিলে না অদ্বয়-তত্ত্ব পরিপূর্ণ-জ্ঞান ;
মায়াতীত নিরঞ্জন, নাহি কোনো আবরণ,
স্বতঃ-প্রকাশিত মুক্ত সত্য ভগবান।
লভিয়া সে দিব্য-জ্ঞান, যে জন ধরয়ে ধ্যান,
তাঁর লাগি অন্তরে যে রচিয়াছে স্থান ;
ধন্য সেই মহাজন, প্রেম-সেবা-পরায়ণ,
নানক, করয়ে সদা নামগুণ গান।
গুরুমুখে নাদ-ধ্বনি, গুরুমুখে বেদ-বাণী,
গুরু জ্ঞানদাতা মন, রাখ পদে রতি ;

মজ্জ মন নামগানে, তাঁর গুণ শুন কানে,
সকল যাতনা হতে পাইবে মুকতি ;
পরিপূর্ণ সুখমাঝে করিবে বসতি।
শ্রীগুরু পরম-ধাতা, বিশ্বেশ্বর বিশ্বপাতা,
শ্রীগুরু পার্ব্বতীমাতা, দেব-প্রজাপতি ;
শ্রীগোরখনাথ সে যে, যা' বল সকলি সাজে,
বচনে নহে তো ব্যক্ত, অব্যক্ত মূরতি।
গুরু এক নিত্য-জ্ঞান, সর্ব্ব-ভূতে অধিষ্ঠান,
সকল জীবের প্রাণ অখণ্ড আরতি ;
ভুলোনা তাঁহারে, শুন নানক-মিনতি।

৬

তীরথি নাঁবা, জে তিস ভাবাঁ, বিন্ ভাণে কি নাই করি ;
জেতী সিরঠি উপাই বেখা, বিন্ কর্মা কি মিলৈ লই।
মত্ বিচ রতন্ জবাহর মাণিক, যে ইক গুরুকি শিখ সুনি ॥
গুরু ইক দেহি বুঝাই।
সভ্না জীয়া কা ইকদাতা, সোমৈ বিসরি ন জাই ॥

মূঢ় মন, বৃথা তব তীর্থযাত্রা শ্রম ;
মহাতীর্থ আত্ম-জ্ঞান, সে তীর্থে করিতে স্নান,
স্মরণ-মনন বিনা কে বল সক্ষম ?
বিনা তাঁর অনুরতি, সে তীর্থ দুর্গম অতি,
সে তো নহে বাহিরের অণ্ৃত ভ্রমণ।

পাতালে কি স্বর্গে মর্ত্ত্যে, যত সৃষ্ট জীব বর্ত্ত্যে,
আপন করম-ফলে সবার জনন ;
কর্ম্ম-ফলে তাঁর সনে বিচ্ছেদ-মিলন।
সর্ব্বঘটে বিরাজিত, জ্ঞান রূপ মরকত,
হৃদয়-মন্দির মাঝে রয়েছে গোপন ;
গুরু কৃপা হবে যবে, সন্ধান মিলিবে তবে,
কোথা তীর্থ কোথা রত্ন চিনিবে তখন।
গুরু এক নিত্য ধাম, অচিন্ত্য অব্যক্ত নাম,
সকল জীবের প্রাণ সঙ্কট-মোচন ;
নানক, চিনিয়া লও আপনার জন।

৭

জে যুগ চারে আরজাঁ হোর দশূনী হোই।
নবা খণ্ডা বিচ জানিয়ৈ, নাল চলৈ সভ্ কোই ॥
চংগা নাঁউ রখায়কৈ যস্ কীরতি জগ লেই।
জে তিস্ নদরী ন আবই তঁ বাত্ ন পুচ্ছে কেই ॥
কীটা অন্দরী কীটকরি, দোসী দোস ধরে ;
নানক, নিরগুণী গুণ করে, গুণ বন্তিয়া গুণ দে।
তেহা কোয়িন সুঝই জি তিস্ গুণ কোই করে ॥

অমোঘ সাধন-শক্তি বিভূতি বিপুল
লভি কোনো ভাগ্যবান্ জন ;
অষ্ট-সিদ্ধি বলে যদি পরমায়ু স্থূল
চারিযুগ করয়ে কর্ত্তন ;

কিম্বা দশগুণ হয় আরও বৰ্দ্ধিত,
যশ-কীৰ্ত্তি চরণে লুটায় ;
নব-খণ্ড বসুন্ধরা ভরা জীব যত,
আদেশে তরাসে সদা চায়।
তবু তার ব্যর্থ সিদ্ধি, বিফল সাধনা,
বৃথা তার পুঞ্জ যোগ-বল ;
যদি ধ্যানে প্রাণায়ামে না হয় ধারণা,
সে মধু মাধুরী সুবিমল।
যে জন কীটের মত অতি অবজ্ঞেয়,
হীন হয়ে জীবন গোঁয়ায় ;
সে ভাবে তাহার মত সকলেই হেয়,
মহতের মহত্ত্ব কোথায় !
অতুল বৈভব মিছা যে না বুঝে হায়,
যে না চিনে মালিক যে জন ;
তুচ্ছ তার ষড়ৈশ্বৰ্য্য, তুচ্ছ সমুদায়,
বৃথা তার জীবন যাপন।
নিত্য-নিরঞ্জন সেই নির্গুণ অনাদি,
যে আধারে গুণে পর্য্যুসিত ;
সগুণ মাঝারে কিবা নির্গুণ-সমাধি,
অরূপ স্বরূপে প্রবাহিত।
সে আধার গুণাতীত,—তবু গুণবান্,
জ্ঞানী তাঁর পায় না তুলনা ;
নানক, শ্রীগুরু-পদে কর আত্মদান,
মালিকের ঠিকানা ভুলোনা।

৮

সুনিয়ৈ সিধ্ পীর সুরনাথ।
সুনিয়ৈ ধরতী ধবল আকাশ ॥
সুনিয়ৈ দ্বীপ লোহ পাতাল।
সুনিয়ৈ পোহি ন সকৈ কাল ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
সুনিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ ॥

শুনেছি শ্রবণে কত সিদ্ধ পীর কথা,
শুনেছি ত্রিদিব-ভরা অসংখ্য দেবতা ;
প্রকৃতির লীলাভূমি দীপ্ত বসুধারা,
রয়েছে অটল স্থির গিরিরাজ খাড়া :
নক্ষত্র খচিত কিবা সুনীল অম্বর,
কেমন সুন্দর শোভা ব্যাপ্ত চরাচর ;
জম্বু-শাক-আদি সপ্ত দ্বীপ বর্ত্তমান,
শুনেছি ভূঃ-আদি সপ্ত লোকের আখ্যান ;
তলাতল-আদি সপ্ত বিখ্যাত পাতাল,
এ সব নাশিতে কিন্তু নাহি পারে কাল ;
কুটীল ভ্রূকুটী তার হেথা অপনিত,
বিকট সংহার-মূর্ত্তি সংকোচ-শাসিত।
মহাকাল হতে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান ;
রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত-রূপ ভাতি,
দুঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি।

৯

সুনিয়ৈ ঈশর বরমা ইন্দ্।
সুনিয়ৈ মুখি সালাহন মন্দ্॥
সুনিয়ৈ যোগ জুগতি তন্ ভেদ।
সুনিয়ৈ সাস্ত্র সিমৃতি বেদ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
সুনিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ॥

'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' রব চারিদিকে ধ্বনি,
শুনেছি ব্রহ্মার নাম সৃষ্টিকর্ত্তা-মণি;
বিশাল তেত্রিশ কোটী অমর দেবতা,
শুনেছি তাদের রাজা ইন্দ্রের বারতা;
আপনারে আপনিই শ্রেষ্ঠ করি মানে,
হেন বিচারক আছে শুনিয়াছি কানে;
ষট্‌চক্র ভেদ করি দীপ্ত যোগবলে,
শুনেছি যোগীরা সিদ্ধি লভে অবিচলে;
নানামত শাস্ত্র আর স্মৃতির ব্যাখ্যান,
শুনেছি বেদের সূক্ত সুমঙ্গল গান।
এ সকল হতে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান;
রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত-রূপ ভাতি,
দুঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি।

১০

সুনিয়ৈ সৎ সন্তোষ গিয়ান।
সুনিয়ৈ আঠ্‌সঠি কা ইসনান॥
সুনিয়ৈ পঢ়ি পঢ়ি পাবহি মান।
সুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ।
সুনিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ॥

শুনেছি কত যে মহা জ্ঞানের বারতা,
সমাহিত সাধুভাব, সন্তোষের কথা;
অষ্ট-ষষ্টিতম তীর্থ বিখ্যাত ভুবনে,
স্নানে মুক্তি লভে সবে শুনেছি শ্রবণে;
কত মহারথী শাস্ত্র করিতে অভ্যাস,
বিদ্যা উপার্জ্জন লাগি বঞ্চে বারোমাস;
বিধি-নিষেধের ঘটা হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান,
আগ্রহে অভ্যাস করে পাবে বলে' মান;
আসন কুম্ভক আদি কৌশলের জোরে,
সহজে বসিবে ধ্যানে ভাবে কত নরে।
এ সকল হতে কিন্তু ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে জীবের অজ্ঞান;
রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত-রূপ ভাতি,
দুঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি।

১১

সুনিয়ৈ সর্বা গুণাকে গাহ্ ।
সুনিয়ৈ সেখ পীর পাতসাহ্ ॥
সুনিয়ৈ অন্ধে পাবহি রাহু ।
সুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহু ॥
নানক, ভগতা সদা বিকাশ ।
সুনিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ ॥

ত্রিগুণ-অতীত ব্রহ্ম নিরাকার দ্যুতি,
আকার আরোপি তাঁর শুনিয়াছি স্তুতি ।
কত সেখ মহাশয় পীর প'গম্বর,
পাত্‌সাহ আছে কত মহা ধুরন্ধর ।
অন্ধ-আঁখি দেখেনাকো চন্দ্রের বদন,
কিন্তু অজ্ঞ-জনে পায় জ্ঞানের স্পন্দন ।
দীর্ঘ জীবনের পথে মানব যে দিন,
থমকি দাঁড়ায় ভয়ে সম্পদ-বিহীন ;
অন্ধকার ধাঁধা মাঝে পথ হারাইয়া,
চমকি চৌদিকে চায় জ্যোতির লাগিয়া ;
তখন করুণা করি ভক্ত গরীয়ান্,
হেলায় হরণ করে আঁধার-অজ্ঞান ।
রে নানক, স্বতঃ-ব্যক্ত ভক্ত-রূপ ভাতি,
দুঃখ পাপ বিনাশিবে দিয়া জ্ঞান-বাতি ।

১২

মন্নে কী গতি কহি ন জাই।
জে কো কহৈ পিছৈ পছতাই॥
কাগদি কলম ন লিখন হার।
মন্নে কা বহি কর্নি বীচার॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্নি জানৈ মন্ কোই॥

চপল মনের গতি বিচিত্রতা চায়,
শতভাগে শতমুখে শতদিকে ধায়;
অস্থির চঞ্চল মন, নহে ঋজুগতি,
কে জানে আরম্ভ তার, কোথা পরিণতি;
কাগজ কলমে তাহা না যায় লিখন,
শত শত গ্রন্থ নারে করিতে বর্ণন।
সদ্‌গুরু-কৃপাগুণে বশ করি শ্বাস,
দিন-যামী সদা কর নামের অভ্যাস;
নামবলে অবহেলে বশ হবে মন,
নাম সমাধির মূল, নাম নিরঞ্জন।

১৩

মন্নৈ স্মরতি হোবৈ মন বুধ্।
মন্নৈ সগল ভবন কী সুধ্॥
মন্নৈ মুহি চোটা ন খাই।
মন্নৈ যম কি সাথ ন যাই॥

ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্নি জানৈ মন্ কোই॥

মনের আরোপে ভাই, শ্বাস হবে বশ,
এক অনাহত-ধ্বনি বাজিবে সরস;
নিবাত হিল্লোল-হীন হইবে নিবহ,
গৃহহারা মন পাবে শান্তোজ্জ্বল গেহ;
স্থির মন-চিত্ত-শুদ্ধি লভিবে যখন,
ব্যক্ত-সত্ত্বা রূপে প্রজ্ঞা দিবে আলিঙ্গন;
সে মহা-মিলনে হবে বিভূতি বিকাশ,
লোক-লোকান্তর-তত্ত্ব হইবে প্রকাশ;
অশান্ত হইবে শান্ত দিগন্ত ছাড়িয়া,
অনন্তের স্নিগ্ধ কোলে বিশ্রাম লভিয়া।
অজর অমর মন ত্রিগুণ-অতীত,
বশীভূত হবে যাহে, শুন অবহিত;—
সদ্‌গুরু কৃপাগুণে বশ করি শ্বাস,
দিন-যামী সদা কর নামের অভ্যাস;
নামবলে অবহেলে বশ হবে মন,
নাম সমাধির মূল, নাম নিরঞ্জন।

১৪

মন্নৈ মার্গি ঠাকি ন পাই।
মন্নৈ পতি সিঁউ পরগট জাই॥
মন্নৈ মগন্ চলৈ পন্থ।
মন্নৈ ধরম সেতী সনবন্ধ॥

ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্‌নি জানৈ মন্ কোই ॥

আপন পথে আপন মতে চলেছে মন ভাই,
কেউ যে তারে ফিরাতে পারে, এমন দেখি নাই।
মনের স্বামী জানি গো আমি, সদ্‌গুরু সে নাম,
সেই সে জানে কি সন্ধানে লভিবে বিশ্রাম।
তাঁরই দাপে মনের ধাপে চিদানন্দ জ্বলে,
দুখ-পাথার হয় রে পার, ধরম সেতু বলে।
গুরু-দত্ত নাম সত্য, জপ রে শ্বাসে-শ্বাসে,
নামের বলে আয়াস ফলে আসিবে মন বাসে।
ওরে ভ্রান্ত, অবিশ্রান্ত অজপ-জাগা যাগে,
নিরঞ্জন নাম সাধন কর রে অনুরাগে।

১৫

মন্‌নৈ পাবহি মোখ দুয়ার।
মন্‌নৈ পরবারৈ সাধার ॥
মন্‌নৈ তরৈ তারে গুরু শিখ।
মন্‌নৈ নানক, ভবহি ন ভিখ ॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জে কো মন্‌নি জানৈ মন কোই ॥

ঐ যে দূরে, অপর পারে, খুলেছে ওরে তালা,
মোক্ষ নামে দীপ্ত ধামে দুয়ার আছে খোলা।

বাজায়ে ভেরী জ্ঞানের তরী সাজাও ওরে বীর!
কি ভয় পাছে গুরুই আছে, মনটি কর থির।
নানক বলে, গুরুর বলে মিল্‌বে জ্ঞান-তরী,
এ তরঙ্গে নাম সঙ্গে রঙ্গে ধর পাড়ি।
ভিখ্‌ দৈন্য কিবা জন্য, গুরুই আছে হা'লে ;
ভব-সিন্ধু হবে ধন্য নাম পুণ্যবলে।
গুরু দত্ত নাম সত্য, জপ রে শ্বাসে-শ্বাসে,
নামের বলে আয়াস ফলে আসিবে মন বাসে।
ওরে ভ্রান্ত, অবিশ্রান্ত অজপ-জাগা যাগে,
নিরঞ্জন নাম সাধন কর রে অনুরাগে।

১৬

পঞ্চ পরবাণ পঞ্চ পরধান।
পঞ্চ পাবহি দরগহি মান ॥
পঞ্চে সোহি দর রাজান।
পঞ্চা কাঁ গুরু এক ধিয়ান ॥
জে কো কহৈ করৈ বীচার।
করতে কৈ কহনৈ নাহি সুমার ॥
ধৌল ধরম দয়া কা পুত।
সন্তোষ থাপি রখিয়া জিন্‌ সুত ॥
জে কো বুঝৈ হোবৈ সচিয়ার।
ধব্‌লৈ উপরি কেতা ভার ॥
ধরতী হোর পরৈ হোর হোর।
তিস্‌তে ভার তলৈ কৌন জোর ॥

জীয় জাতি রঙ্গা কে নাম।
সভনা লিখিয়া বুঢ়ি কলাম॥
এহু লেখা লিখি জানৈ কোই।
লেখা লিখিয়া কেতা হোই॥
কেতা তান সুয়ালিহ রূপ।
কেতী দাত্ জানৈ কৌন কুত॥
কীতা পসাউ একো কবাউ।
তিস্তে হোয়ে লখ দরিয়াউ॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার॥
জো তুদ্ ভাবৈ সোই ভলীকার
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার॥

আরে ভাই, পঞ্চে পঞ্চ রসে নিমগন;
কর্ণ শুনে গুণগান, নাসিকায় লয় ঘ্রাণ,
আঁখি করে রূপ দরশন।
জাগায়ে বিমল হর্ষ, স্পর্শ-শক্তি করে স্পর্শ,
জিহ্বা করে রস আস্বাদন;
এই পঞ্চেন্দ্রিয় যবে, এক ধ্যানে যুক্ত হবে,
ধ্যানময় মিলিবে তখন।
রাজাধি সে মহারাজ, সিংহাসনে বসি আজ,
ন্যায়-দণ্ডে করিছে বিচার;
বৈরাগ্য ধারণা ধ্যান সমাধি 'অ-পড়া' জ্ঞান,
এই পঞ্চ হুকুম তাঁহার।

পঞ্চ আজ্ঞা শিরে ধরি লুটাও চরণোপরি,
ধূর্ত্ত রিপু হইবে দমিত ;
কাম ক্রোধ লোভ ভয় মোহ হবে পরাজয়,
পঞ্চে পঞ্চ হবে নিবারিত।
বাক্যে কি বিচার বলে, অন্ত তাঁর নাহি মিলে,
বৃথা তব হাঁক-ডাক-ধ্বনি ;
ধর্ম্ম অতি সুকুমার, দয়া যে জনক তার,
সন্তোষের সুতায় গাঁথনি।
বুঝিয়া পরম বিত্ত, সন্তুষ্ট রাখ গো চিত্ত,
ব্যর্থ চেষ্টা সার্থক হইবে ;
অনন্ত জগৎ মাঝে, অনন্ত জ্ঞানের সাজে,
দয়া-ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিবে।
কত জীব সৃষ্টি তাঁর, কত বর্ণ জাতি তার,
লেখনীতে নাহি যায় জানা ;
বিচারে না অন্ত মিলে, পায়না তো কোনো কালে,
শান্ত-জ্ঞানে অনন্ত ঠিকানা।
অনন্ত তাঁহার স্তুতি, অনন্ত সে অনুভূতি,
জীবে তাঁর অনন্ত করুণা ;
অনন্ত সৃষ্টির দহে, অনন্ত সাগর রহে,
বিশ্বে বহে অনন্ত ঝরণা।
অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন্ সুমঙ্গলময় !
জনম-মরণ-হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন,
তব সত্ত্বা মহা সত্যময়।

তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তিয়াস মিলায় ;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব নাও,
পড়ে থাকি চরণ তলায় ।

১৭

অসংখ জপ অসংখ ভাউ ।
অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ ॥
অসংখ গ্রন্থ মুখি বেদ পাঠ ।
অসংখ যোগ মন রহহি উদাস ॥
অসংখ ভগত গুণ গিয়ান বিচার ।
অসংখ সতী অসংখ দাতার ॥
অসংখ সুর মুহ ভখসার ।
অসংখ মৌনি লিব লাইতার ॥
কুদরতি কবন কহা বিচার ।
বারিয়া ন জাবা একবার ॥
জো তুদ্ ভাবৈ সোই ভলীকার ।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার ॥

অসংখ্য জপের বলে, অসংখ্য প্রীতির দলে,
অসংখ্য পূজার আয়োজন ;
অসংখ্য বেদাদি গ্রন্থ, বৃথা পাঠ কর ভ্রান্ত,
তপ-বলে নহে বিলোকন ।

সংখ্যাতীত যোগী সাধে, মগ্ন রহে নির্ব্বিবাদে,
তবু বিন্দু না হয় নির্ণয় ;
অসংখ্য ভক্তির ফলে, ধ্যান কিম্বা জ্ঞান-বলে,
সে স্বরূপ ব্যক্ত নাহি হয়।
সত্যবাদী দয়াশীল, পরিপূর্ণ এ নিখিল,
আছে বহু জানিও নিশ্চয় ;
দীপ্ত-জ্ঞানে অবিতথ, ধর্ম্মবীর আছে কত,
কেহ নারে করিতে নির্ণয়।
বাক্য সমাহিত করি, সাধে মৌন ব্রত ধরি,
আছে সাধু অসংখ্য অপার ;
যত কিছু আয়োজন, সব সেথা সমাপন,
ব্যর্থ যত সুবুদ্ধি বিচার।
অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন্ সুমঙ্গলময় !
জনম মরণ-হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন,
তব সত্ত্বা মহা সত্যময়।
তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তিয়াস মিলায় ;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব নাও,
পড়ে আছি চরণ তলায়।

১৮

অসংখ মুরখ অন্ধ ঘোর।
অসংখ চোর হরামখোর॥

অসংখ অমর করি জাহি জোর।
অসংখ গলফড়ি হত্যা কমাহি ॥
অসংখ পাপী পাপ করি জাহি।
অসংখ কুড়িয়ার কুড়ে ফিরাহি ॥
অসংখ মলেছ মল ভরি খাহি।
অসংখ নিন্দক সির করহি ভার ॥
নানক, নীচ কহৈ বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার ॥
জো তুদ্ ভাবৈ সোই ভলীকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার।

চৌর্য্য জীবনের ব্রত, মুর্খ অন্ধ আছে কত,
বিশ্বাস-ঘাতক দুরাশয় ;
যোগ অভ্যাসের ধাঁচে, অমরত্ব বর যাচে,
আছে হেন কত মহাশয়।
আত্মঘাতী দুঃখী তাপী, পাপে মগ্ন কত পাপী,
মিথ্যাবাদী আছে শত শত ;
অনন্ত নরক বাসে, কাটে দিন তপ্ত শ্বাসে,
পুরীষ ভক্ষণে সদা রত।
নিন্দুক নিন্দার ভারে, পরের বোঝাটি ঘাড়ে,
বহে' মরে স্বকর্ম্ম শোণিতে ;
আমি যে সামান্য ছার, আমিও জেনেছি সার,
এরা নারে তাঁহারে চিনিতে।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন সুমঙ্গলময় !
জনম-মরণ-হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন,
তব সত্ত্বা মহা সত্যময়।
তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তিয়াস মিলায় ;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব নাও,
পড়ে আছি চরণ তলায়।

১৯

অসংখ নাব অসংখ থাব ॥
অসংখ অগম্য অসংখ লোয়।
অসংখ কহহি সির ভার হোই ॥
অখ্‌রী নাম অখ্‌রী সালাহ্‌।
অখ্‌রী গিয়ান গীত গুণ গাহ্‌ ॥
অখ্‌রী লিখন বোলন বাণি।
অখ্‌রা সির সংজোগ বখাণি ॥
জিন এহ লিখে তিস্‌ সির নাহি।
জিবঁ ফরমাএ তিবঁ তিবঁ পাহি ॥
জেতা কীতা তেতা নাঁউ।
বিন নাবেঁ নাহি কোথাঁউ ॥
কুদরতি কবন কহা বিচার।
বারিয়া ন জাবা একবার ॥

জো তুদ্ ভাবৈ সোই ভলীকার।
তু সদা সলামতি নিরঙ্কার॥

অসংখ্য তাঁহার নাম, অব্যক্ত অসংখ্য ধাম,
সৃষ্টি তাঁর অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ;
অগম্য শক্তির বানে, সব যুক্তি হার মানে,
মুণ্ড ঘুরে ভাবি তাঁর কাণ্ড।
অক্ষয় নামের বলে, অক্ষয় বিচার চলে,
সে যে গো অক্ষয় অবিনাশী ;
অবনী অক্ষয় তানে, গাহে সে অক্ষয় গানে,
তাঁর গুণ বিশ্বে উঠে ভাসি।
অক্ষয় তুলিকা-ঘাতে, অক্ষয় বিশ্বের পাতে,
চিত্রিত সে অক্ষয় লেখনী ;
অক্ষয় বচন ধারা, বর্ষে শান্তি হর্ষভরা,
অক্ষয় সে মধুময় ধ্বনি।
আনন্দে পুলকভরে, যে তাঁর বর্ণনা করে,
বৃথা তার দোষ দাও শিরে ;
থাকিয়া অন্তর মাঝে, তাঁর বীণা ধীরে বাজে,
সে সঙ্গীত ঝঙ্কারে সুধীরে।
তাঁর গান ভরা দৃশ্য, তাঁর এ নিখিল বিশ্ব,
সে যে অণু-পরমাণু জোড়া ;
আছে কি এমন ধাম, যেথা নাই তাঁর নাম ?
সারা বিশ্ব করুণা বিভোরা।

অন্ত না পাইয়া তাঁর, নানক কহিছে সার,
হে ভূমন্ সুমঙ্গলময় !
জনম-মরণ হীন, ব্যক্ত তুমি চিরদিন,
তব সত্ত্বা মহা সত্যময়।
তোমার করুণা-নদী, প্রবাহিত নিরবধি,
স্নান-পানে তৃষ্ণা দূরে যায় ;
বিন্দু—এক বিন্দু দাও, মোর যাহা সব নাও,
রাখ রাখ চরণ তলায়।

২০

ভরিয়ৈ হথ পৈর তন্থ দেহ।
পানি ধোতৈ উতরস্ খেহ্॥
মুত পলিতী কপড় হোই।
দে সাবুন লইয়ে উহ্ ধোই॥
ভরিয়ৈ মতি পাপা কৈ সঙ্গী।
উহ ধোপৈ নাবৈঁ কৈ রঙ্গী॥
পুণ্নী পাপী আখন নাহি।
করি করি করনা লিখলে জাহি॥
আপে বীজি আপেহি খাহ্।
নানক, হুকমী আবহু জাহ্॥

হস্ত পদ দেহ আদি, ধূলিময় হয় যদি,
ধৌত করে জল অবহেলে ;

বস্ত্রময় বিষ্ঠা মূত্র, থাকে না তিলেক মাত্র,
পূত হয় সাবানের জলে।
সেইরূপ পাপ মলা, ভ্রম-সংশয়ের হলা,
অন্তরের জঞ্জাল সকল ;
শুদ্ধ সত্য নামবলে, অনায়াসে যায় চলে'
নামামৃত সুপাবিত জল।
পাপী পুণ্যবান্ ভাই, এ জগতে কেহ নাই,
পাপপুণ্য দুই ভ্রম অতি ;
হেন ভ্রান্তি যেই জনে, নিশ্চয় করয়ে মনে,
পাপপুণ্যে তার নিবসতি।
যে যেমন মনে করে, সেইরূপ ফল ধরে,
কর্ম্মগুণে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ;
নানক, ভুলোনা ছলে, যাওয়া-আসা কর্ম্মফলে,
মেনে চল অখণ্ড বিধান।

২১

তীরথ তপ দয়া দতু দান।
যে কো পাবৈ তিলকা মান ॥
সুনিয়া মন্নিয়া মন কীতা ভাউ।
অন্তর গতি তীরথি মল নাউ ॥
সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই।
বিন্ গুণ কীতে ভগতি ন হোই ॥
সুয়স্তি আখি বাণী বরমাউ।
সৎ সুহান সদা মন চাউ ॥

কৌন সুবেলা, বখ্‌ত কৌন, কৌন থিতি কৌন বার।
কৌন সিরুতী, মাহ কৌন, জিৎ হোয়া আকার॥
বেলন পাইয়া পণ্ডতি জি হোবৈ লেখ পুরাণ।
বখ্‌ত না পাইউ কাদিয়া জি লিখন লেখ কোরাণ॥
থিতি বার না যোগী জানৈ, রুতী মাহ্‌ না কোই।
যা কর্‌তা সিরঠিকউ সাজে, আপে জানৈ সোই॥
কিব করি আখাঁ, কিব সালাহী, কিউ বরণী, কিব জানা।
নানক, আখনি সভ্‌কো আখৈঁ, ইক্‌ দু ইক সিয়াণা॥
বড্ডা সাহিব, বড্ডী নাঁই কীতা জাঁকা হোবৈ।
নানক, যেকো আপৌ জানৈ, অগৈ গয়া ন সোহৈ॥

তীর্থযাত্রা পরিশ্রম, তপস্যার বিধিক্রম,
দয়া আর দানের বিচার;
যত কিছু পুণ্য কর্ম্ম, তুচ্ছ সে সকল ধর্ম্ম,
মনের না ঘুচে অন্ধকার।
শ্রীগুরু-বচনামৃত, শিরে ধরি হয়ে বৃত,
আত্মতত্ত্ব যে করে মনন;
সর্ব্বতীর্থ ফল পায়, মলিনতা দূরে যায়,
জলে মলা লুকায় যেমন।
কী মহা ধাঁধার ঘোরে, আচ্ছন্ন করেছে তোরে,
সত্যপথ না পাও খুঁজিয়া;
গুরু-মুখ মহাবাক্য, কর তার সনে সৌখ্য,
ভক্তি-ধন লহরে বুঝিয়া।

স্বস্তি-পূর্ণ শান্তি ময়, শ্রীগুরু-বচনচয়,
অবিচারে কর রে পালন ;
সুখ পাবে শান্তি পাবে, আনন্দে ডুবিয়া যাবে,
মন প্রাণ কর সমর্পণ।

কোন্ বেলা কোন্ ক্ষণে মাসে, কোন্ বারে কোন্ তিথিতে,
কোন্ ঋতুতে জগৎপতি আকার দিলেন পৃথ্বীতে ;
পণ্ডিতেরই মুণ্ড ঘুরে, স্তব্ধ রহে বেদ-পুরাণ,
কাজী সাহেব ক্ষুণ্ণ-নীরব, হার মেনে যায় সব কোরাণ।
জগৎ গড়ার বার তিথি যোগ, যোগী না পায় ধেয়ানে,
জগৎরূপে যে সেজেছে, সেই সে কেবল ভাব জানে।
কি তাঁর করণ, কেমন বরণ, নাইকো কোনো ঠিকানা,
নানক বলে, যে যা' বলে সবই মিছে অজানা।
যাঁহার গড়া বসুন্ধরা, মহান্ পুরুষ সেই সে জন,
ভাল-মন্দ সকল দ্বন্দ্ব পরিণতির শেষ ভবন।
কিসের বিদ্যা, কিসের বিচার, কিসের রে তোর এ ডাক্-হাঁক্ ;
সকল কাজের মাঝে বাজ্ছে, তাঁহার সাজের বিজয় শাঁখ।
নানক বলে, হৃদয়-দলে আপ্নাকে যে ঠিক জানে,
পূর্ব্বাপরের বিচার মিটে আত্মতত্ত্ব গুণ-জ্ঞানে।

২২

পাতালাঁ পাতাল লখ, আগাসাঁ আগাস॥
ঊঢ়ক উঢ়ক ভালি থকে বেদ কহনি ইকবাত।
সহস অঠারহ কহনি কতেবাঁ, অসলু ইক ধাত॥

লেখা হোই তো লিখিয়ৈ, লেখৈ হোই বিনাশ।
নানক, বড়া আখিয়ৈ আপে জানৈ আপ ॥

অসীম পাতাল, অসীম আকাশ, নাইকো কোনো সীমানা ;
লক্ষ সৃষ্টি, লক্ষ দৃষ্টি, হয়না কিছু গণনা।
আঠারো হাজার পুরাণ বিচার, হার মেনে যে গেছে সব,
বেদ ও শাস্ত্র হয় পরাস্ত, এম্‌নি তর অভিনব।
জ্ঞানের ঠাটে বল্‌ছো বটে সত্য সত্য মিঠি বোল,
আছে কি নাই, কে জানে ভাই, প্রমাণ কর্‌তে বড় গোল।
নানক বলে, জ্ঞানের বলে কেউতো তারে চিনেনা,
আপ্‌নি জানে আপন মরম, আর তো কেহ জানেনা।

২৩

সালাহী সালাহি এতী সুরতি ন পাইয়া ;
নদীয়া অতৈ বাহ্‌ পবহি সমুন্দ ন জানিয়হি।
সমুন্দ সাহ সুলতান গিব্‌হা সেতী মালধন ;
কীড় তুলি ন হোবনী যে তিস্‌ মনহ্‌ ন বিসরহি ॥

তর্কের বিচারে না মিলে তাঁহারে,
সে যে গো অসীম সিন্ধু ;
ক্ষুদ্র নদী দিয়া বসতি করিয়া,
সে কিসে বুঝিবে বিন্দু।
সাহ-সুলতান, কুল-শীল-মান
বিভূষিত হয় যদি,

রত্নাকর-ছাঁকা ধন-রত্ন টাকা
পদে লুটে নিরবধি ;
তুচ্ছ যে তাহার সকল সম্ভার,
সে যে গো কীটের মত ;
যদি মনোমদে, দীপ্ত পূত পদে,
রত নহে অবিরত।

২৪

অন্ত ন সিফতী কহনি ন অন্ত।
অন্ত ন করণৈ দেনি ন অন্ত ॥
অন্ত ন বেখনি সুননি ন অন্ত।
অন্ত ন জাপৈ কিয়া মনি মন্ত ॥
অন্ত ন জাপৈ কীতা আকার।
অন্ত ন জাপৈ পারাবার ॥
অন্ত কারনি কেতে বিললাহি।
তাকে অন্ত ন পায়ে জাহি ॥
এহ অন্ত ন জানৈ কোই।
বহুতা কহিয়ৈ বহুতা হোই ॥
বড্ডা সাহিব উচ্চা থাউ।
উচ্চে উপরি উচ্চা নাঁউ ॥
এ বড় উচ্চা হোবৈ কোই।
তিস্ উচ্চে কউ জানৈ সোই ॥
যে বড় আপি জানৈ আপি আপ।
নানক, নদরী করমী দাত্ ॥

অনন্ত গুণের নিধি না হয় বর্ণনা,
অনন্ত তাঁহার কার্য্য অনন্ত সাধনা।
অনন্ত মহিমাময়, ধরা নাহি যায়,
দেখিয়া শুনিয়া কেহ অন্ত নাহি পায়।
অনন্ত অজপা জপে অনন্ত সে নাম,
অনন্ত মনন মাঝে ফুটে অবিরাম।
অনন্ত মূরতিময় ধরা নাহি যায়,
কে জানে কোথায় শেষ, গোড়া বা কোথায়।
জ্ঞানের আলোকে তাঁর অন্ত না পাইয়া,
মুগ্ধ-নেত্রে বিশ্ব আছে বিস্ময়ে চাহিয়া।
অনন্তের অন্ত লাগি কত মহাশয়,
অসংখ্য দুঃখের বোঝা হাসিমুখে বয়।
জানে নাই জানে না গো, কিম্বা জানিবে না,
অনন্তের অন্ত কেহ পায়নি, পাবে না।
মহান্ পুরুষ, কোথা তাঁহার আসন!
কত উর্দ্ধে—কত উচ্চে না হয় গণন।
উর্দ্ধে গতি উর্দ্ধে স্থিতি উর্দ্ধ লোকে বাস;
শুদ্ধ বুদ্ধ নামে মিলে তাঁহার আভাস।
শ্রেষ্ঠ ছাড়া শ্রেয়ানের কে জানে খবর?
যে তাঁরে সঁপেছে প্রাণ সেই শ্রেষ্ঠ নর।
কহিছে নানক, যদি উর্দ্ধলোকে যাবি,
নামের ঝঙ্কার মাঝে আছে তার চাবি;
নাম-বলে আত্ম-কর্ম্ম হইবে উদ্ধার,
নিমিষে পূরিবে আশা অজ্ঞাতে তোমার।

২৫

বহুতা করম লিখিয়া না জাই।
বড্ডা দাতা তিল ন তমাই॥
কেতে মংগহি যোধ অপার;
কেতিয়া গণত নহি বিচার।
কেতে খপি তুটহি বেকার॥
কেতে লৈ লৈ স্থকরু পাহি।
কেতে মূরখ খাহী খাহি॥
কেতিয়া ত্নখ ভুখ সদমার।
এহিভী দাত তেরি দাতার॥
বন্দি খালাসী ভাণৈ হোই।
হোর আখি ন সকৈ কোই॥
জে কো খাই কু আখ নি পাই।
উহু জানৈ জেতীয়া মুহি খাই॥
আপে জানৈ আপে দেই।
আখহি সেভী কেই কেই॥
জিস্‌নো বখ্‌সে সিফতি সালাহ্‌।
নানক, পাতসাহী পাতসাহ্‌॥

আরে ভাই, কর্ম্ম-পুঞ্জ অনন্ত ধরাতে;
লিখিলে না শেষ হয়, বচনে বলার নয়,
সত্ত্বা তাঁর ব্যক্ত বিশ্ব-পাতে।

যিনি কর্ম্ম-ফল-দাতা, বিমুক্ত ন্যায়ের ধাতা,
বিন্দুমাত্র নাহি অহঙ্কার ;
যার যাহা কর্ম্ম হবে, তুল্য ফল দেন সবে,
অপরূপ বণ্টন তাঁহার।
কেহ যোদ্ধা মহারথী, কেহ বা পণ্ডিত অতি,
গণনায় করিছে বিচার ;
কেহ বা স্বধর্ম্ম-যুত, নিষ্কাম করম-পূত,
জেনেও না বলে সমাচার।
কেহ বা মূর্খতা বিষে, অজ্ঞানে পায় না দিশে,
ভাবে ভবে দুঃখ অতিশয় ;
কেহ সে স্বরূপ-দীপ্তি, ভাবিয়া না পায় তৃপ্তি,
কেহ দেখে সব সত্যময়।
যথার্থ বা মিথ্যা ভান, সকল তাঁহার দান,
সত্যময়—সত্যময় বাণী ;
বন্ধ-মোক্ষ তর্ক যত, সব হবে মীমাংসিত,
চিন্ত তাঁরে সত্যময় জানি।
অন্তরে তাঁহার লাগি, যে প্রীতি উঠয়ে জাগি,
কেমনে তা' বুঝাব কাহারে ;
গুপ্ত সে অমৃত-ধারা, পান করি আত্ম-হারা,
বচন না জুয়ায় বাহিরে।
যে পিয়েছে সে অমৃত, তৃপ্ত নহে তার চিত,
আরো চায় আরো চায় মধু ;
চাখিয়া চাখিয়া খায়, আরো চায় আরো চায়,
অমৃতে ডুবিয়া থাকে শুধু।

পুলকে প্রেমের নেত্রে,　　যে হেরে সে রূপ-চিত্রে,
তার কি গো বচন জুয়ায় ?
স্বতঃ-প্রকাশিত জ্যোতি,　　অপরূপ রূপ-রতি,
পান করি তিয়াস মিটায়।
নানক কাঁদিয়া বলে,　　সে আমার চিত্ত-দলে,
মিলায়েছে আনন্দের হাট ;
সে মোর রাজার রাজা,　　বৃথায় বাহিরে খোঁজা,
অপরূপ সে রূপের ঠাট।

২৬

অমূল গুণ অমূল বাপার।
অমূল বাপারী এ অমূল ভাণ্ডার॥
অমূল আঁবহি অমূল লৈ জাহি।
অমূল ভাই অমূল সমাহি॥
অমূল ধরম অমূল দীবান্।
অমূল তূলু অমূল পরবান্॥
অমূল বখ্‌সীস অমূল নীসান্থ।
অমূল করম অমূল ফরমাণ্॥
অমূলো অমূল আখিয়া ন জাই।
আখি আখি রহে লিবলাই॥
আখহি বেদ পাঠ পুরাণ।
আখহি পঢ়হি করহি বখিয়ান॥
আখহি বরমে আখহি ইন্দ্।
আখহি গোপী তৈ গোবিন্দ্॥

আখহি ঈশর আখহি সিধ্ ।
আখহি কেতে কেতে বুধ্ ॥
আখহি দানব আখহি দেব ।
আখহি সুর নর মুনিজন সেব ॥
কেতে আখহি আখ্‌নি পাহি ।
কেতে কহি কহি উঠি উঠি জাহি ॥
এতে কীতে হোর করেহি ।
তাঁ আখি ন সকহি কেই কেহি ॥
জে বড্ড ভাবৈ তে বড্ড হোই ।
নানক, জানৈ সাচা সোই ॥
যে কো আখৈ বোল বিগাড়ু ।
তাঁ লিখিয়ৈ সির গাবারাঁ গাবারু ॥

অমূল্য গুণের নিধি, দীপ্ত তাঁর আচরণ,
অমূল্য ভাণ্ডারী বসে' দ্বার করি উদ্ঘাটন ;
অমূল্য পুরুষ-রত্ন বিশ্বে হয়ে পরকাশ,
অলৌকিক বার্ত্তা তাঁর ঘোষিতেছে বারোমাস ;
অমূল্য তাঁহার তত্ত্ব, নির্ব্বিকল্প সে স্বরূপ,
কর্ম্মের অমূল্য ধাতা, ধন্য ব্রহ্মাণ্ডের ভূপ !
অমূল্য উপাধি-যুক্ত অমূল্য প্রমাণ সব,
অমূল্য চিত্তের থরে অমূল্য সে অনুভব ।
অমূল্য বিশ্বের পাতে অমূল্য তাঁহার দান,
লক্ষ্য-কর্ম্ম মূল্যহীন, তুল্য-হীন সে নিশান ।

অমূল্য মহান্ ধাতা, তাঁরে কে বর্ণিবে ভবে ?
বিশ্বের মানব যত বিস্ময়ে লুটায় সবে।
বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র করে সে মহিমা গান,
পণ্ডিতের ব্যাখ্যানের বৃথা যত অভিমান।
ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ ইন্দ্র স্তব্ধ বয়ানে না শব্দ করে,
লুব্ধ গোপীগণ মুগ্ধ গোবিন্দের প্রেম সরে।
সিদ্ধ বুদ্ধ যোগী স্তব্ধ হারায়ে গিয়াছে ভাষা,
কে জানে তাঁহার তত্ত্ব, দেব কি দানব চাষা ?
সুর নর মুনি কত গাহিছে বন্দনা-গানে,
বিশ্ব জুড়ে বিশ্বাতীতে সেবিছে প্রীতির দানে।
অনবদ্য বিশ্বগাথা অণু পরমাণু ভরা,
কত যায় কত আসে কারে না দিল সে ধরা !
যার যতটুকু বিদ্যা, যার যতখানি জ্ঞান,
ততটুকু বুদ্ধিবলে ততখানি করে গান।
কহিছে নানক সার, শুন রে অবোধ মন,
তাঁর কথা যে যা' বলে সব সত্য আলাপন ;
মূর্খ যত তর্ক-বলে খণ্ডন করিতে চায়,
তুমি শুধু একমনে লুটায়ে পড় রে পায়।

২৭

সে দর কেহা সো ঘর কেহা, জিৎবহি সরব সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখা, কেতে বাবন হারে॥
কেতে রাগ পরী সিউ কহি অন্ কেতে গাবন হারে।
গাবহি তুহ্নো পউন পানি বৈসন্তর, গাবৈ রাজা ধরম দুয়ারে॥

গাবহি চিতুগুপ্তু লিখি জানহি, লিখি লিখি ধরম বিচারে।
গাবহি ঈশর বরমা দেবী, সোহন সদা সবারে ॥
গাবহি ইন্দ্ ইন্দাসন বৈঠে দেবতীয়াঁ দরনালে।
গাবহি সিধ্ সমাধি অন্দর গাবনি সাধ বিচারে ॥
গাবনি জতী সতী সন্তোষী, গাবহি বীর করারে।
গাবনি পণ্ডিত পঢ়ন রখিসর, জুগ জুগ বেদা নালে ॥
গাবহি মোহনীয়াঁ মনমোহন স্বুরগা মচ্ছ পইয়ালে।
গাবনি রতন উপায়ে তেরে, অঠসঠী তীরথ নালে ॥
গাবহি জোধ মহাবল স্বুরা, গাবহি খানি চারে।
গাবহি খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা, করি করি রখে ধারে ॥
সেই তুধ্ নো গাবহি জো তুধ্ ভাবনি রতে তেরে ভগত রসালে।
হোরি কেতে গাবনি সে মৈ চিত ন আবনি নানক কিয়া বিচারে ॥
সোই সোই সচা, সব সাহিব সচা, সাঁচী নাঁই।
হৈভী হোসী জাই ন জাসী রচনা জিন রচাই ॥
রঙ্গী রঙ্গী ভাঁতি কর কর জিন্সী মায়া জিন উপাই।
করি করি বেখৈ কীতা আপনা, জিবঁ তিসদী বড়িয়াই ॥
যো তিস্ ভাবৈ সোই করসী, হুকম্ ন করনা জাঁই।
সো পাতসাহ সাহাঁ পাতি সাহিবু নানক, রহনা রজাই ॥

কোথা তব বাসগৃহ, বল কোন্ দিকে দ্বার,
যেথা বসে' সামালিছ সরবস্ব হে তোমার!

অমূল্য সম্পত্তি তব বিশ্ব-জোড়া ধরাখানি,
কেমন মোহন-মন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত কর জানি!
চারিদিকে তব স্তুতি অসংখ্য কে জানে কত,
অনিন্দ্য রাগিণী-ধ্বনি শুনা যায় অবিরত।
অসংখ্য ভূপতি আর অসংখ্য পুরুষ সিদ্ধ,
তোমার মহিমা গাহে বিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ।
আকাশাদি পঞ্চ-তত্ত্ব তত্ত্বাতীত সত্ত্বা মাঝে,
পুলকে বিস্ময়ে ডুবি আপনা হারায়ে রাজে।
মন-চিত্রগুপ্ত মরি রচিয়া অতুল কাব্য,
ধরম বিচারি করে তোমার আরতি দিব্য।
ব্রহ্মা ঈশ দেবদেবী ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে যত,
তব গুণে তব গুণ গান করে অবিরত।
ইন্দ্র ইন্দ্রাসনে বসি নন্দনের দরবারে,
দেবতা-বেষ্টিত হয়ে গুণ গায় একতারে।
সিদ্ধগণ সমাধিতে করিছে তোমার ধ্যান,
যতি সতী সাধু শান্ত সকলে হারায় জ্ঞান।
পণ্ডিত মণ্ডিত হয়ে ত্রিবেদের সূক্ত-গানে,
গাহিছে উদাত্ত স্বরে ধীর মধুময় তানে।
মোহিনীরূপের ফাঁদে ভুলায়েছ ত্রিভুবন,
বিশ্ব জোড়া বিশ্বগাথা করে সবে আলাপন।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত-করা-চিত্ত,
মোক্ষ লাগি কত জন খুঁজিছে তোমার বিত্ত।
অতল সিন্ধুর মত জ্ঞানের ভাণ্ডার-ঘরে,
তত্ত্বজ্ঞান রত্ন তুলি জ্ঞানিগণ গান করে।

ধর্ম্মের ক্রিয়ার ভূমে অষ্টষষ্ঠি তীর্থ স্নান,
সকলের এক লক্ষ্য, তোমারি বন্দনা গান
মহাবল যোদ্ধা, তার অদম্য শক্তির সনে,
প্রকাশে মহিমা-দ্যুতি প্রতি বাহু সঞ্চালনে।
অনন্ত গুণের বলে হারাইয়া আত্ম-জ্ঞান,
দিক্‌-দিগন্তরে ছুটে তোমার বন্দনা গান।
অসংখ্য পুরুষ বন্দে অগণিত নানা স্তবে,
দিগন্ত ভরিয়া উঠে অনন্তের কলরবে।
তোমার করুণা-ধারা নিরন্তর বহমান,
দুকূল ছাপায়ে ছুটে তোমার করুণাগান।
প্রেমিক ভকত শান্ত চলিছে অনন্ত-পথে,
হে সুন্দর, তব দয়া সম্বল করিয়া রথে!
অনন্ত উপায়ে তুমি অনন্ত-পুরুষবর!
অনন্ত বিশ্বের থরে ভালো বাঁধিয়াছ ঘর!
অব্যক্ত তোমার তত্ত্ব সংখ্যা তার কেবা জানে,
নানকের চিত্ত আজি মত্ত তব গুণগানে।
সকল সম্ভার ভরা উজল অচলা ভূমি,
সব জোড়া হয়ে সখা, একা বিরাজিছ তুমি।
তুমি শ্রেষ্ঠ সত্যময়, সত্যই স্বরূপ তব,
সত্যের হাওয়ায় হেসে ফুটে সত্য-ফুল নব।
অস্তিত্ব তোমার সত্য ত্রি-যুগ ব্যাপিয়া ধরা,
বিগত আগত আর বর্ত্তমান সত্যে ভরা।
স্বয়ম্ভু-সত্যের জ্যোতি ছড়াইয়া দশ ধারে,
বিরাজিছ সত্যময় সত্য সিন্ধু পারাবারে।

সত্যের আবর্ত্তে রচি সত্যের অনন্ত বিত্ত,
সত্যের আলোক-পাতে তারে ফুটাইছ নিত্য।
সিদ্ধির ঠিকানা পেয়ে কত যে বেঠিক জন,
স্বেচ্ছাচার-অহঙ্কারে লিপ্ত করে চিত্ত-মন ;
আঁধারে ধাঁধার মাঝে অসত্যের খেলা বাছি,
সত্যের মহিমা তব জানেনা লইতে যাচি।
মহারাজ-অধিরাজ, হে সত্য-স্বরূপ-লেখা,
নানকের চিত্ত-দলে পূর্ণরূপে দেহ দেখা।

২৮

মূন্দ্রা সন্তোষু, সরম পতু ঝোলী, ধিয়ান কি করহি বিভূতি
খিন্থা কালকুঁয়ারী কায়া, জুগতি ডণ্ডা পরতীতি ॥
আয়ী পন্থী সগল জমাতী।
মন জীতৈ জগ জীত্ ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ ॥

আয় মন, যোগী সাজি সথার লাগিয়া!
সন্তোষের মুদ্রা-বুলি, বিনয় ভিক্ষার ঝুলি,
ধ্যান-রূপ বিভূতি মাখিয়া।
কাল-পরিচ্ছেদাবৃত, জন্ম-মৃত্যু-বিরহিত,
উলঙ্গ বিরাট তব কায়া ;
সেই হবে আবরণ, শ্রেষ্ঠ কন্থা ওরে মন,
অন্য বস্ত্র শুধু মাত্র মায়া।

সাক্ষাৎ দর্শন তাঁর, দণ্ড হবে চমৎকার,
আগে তুমি মন কর জয় ;
মন যে জিনিতে পারে, শ্রেষ্ঠ পন্থী বলি তারে,
সেই ধন্য মান্য মহাশয় ।
সে আদি অনাদি রতি, নিগু´ণ শাশ্বত জ্যোতি,
যুগে যুগে এক বেশ ধরি ;
তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বারম্বার নমস্কার করি ।

২৯

ভূগতি গিয়ান্ দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজহি নাদ ।
আপি নাথ নাথী সব জাকী, রিধি সিধি অবরা সাদ ॥
সংযোগ বিয়োগ ছুইকার চলাবহি, লেখে আবহি ভাগ ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ ॥

তাঁহারে যে করে ভোগ, সে সাধে উত্তম যোগ,
দ্বার মুক্ত দয়ার ভাণ্ডারে ;
সৃষ্টি-চরাচর বেড়ি, মহান্ ঘোষণা হেরি,
নাদ-ধ্বনি ধ্বনিছে অম্বরে ।
বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরি ভার, সেই পুন সাক্ষী তার,
ঋদ্ধি সিদ্ধি তাঁরি পরিরম্ভ ;
সংযোগ-বিয়োগ মাঝে, তাঁর পুণ্য শঙ্খ বাজে,
যুক্ত যোগী তাই নিরালম্ব ।

সে আদি অনাদি রতি, নিগুর্ণ শাশ্বত জ্যোতি,
যুগে যুগে একবেশ ধরি ;
তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বারম্বার নমস্কার করি।

৩০

একা মাই, জুগতি বিয়াই, তিন চেলে পরবান।
ইক সন্‌সারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দীবান ॥
জীব তিস্‌ ভাবৈ, তিবৈ চলাবৈ, জিব্‌ হোবৈ ফুরমাণ।
ওহু বেখৈ, ওনা নদরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ ॥

বিরাট জননী এক, বিশ্ব মাঝে পরতেক,
শিষ্য তাঁর তিন মহারথী ;
তমো-রূপ সে সংসারী, রজো-রূপ সে ভাণ্ডারী,
সত্য-রূপ জ্ঞানের সারথি।

যে ভাবের ভাবী যেই, তেমনি তো দেখে সেই,
সাধে ভাব অনুযায়ী কাজ ;
তামসিক তমো-মর্ম্মে, রাজসিক রজো কর্ম্মে,
সত্য-ধর্ম্মে সাত্বিকের সাজ।

সকল গুণের মাঝে, গুণাতীত সে বিরাজে,
না জানিয়া বিষম বিবাদ ;
আপন গুণের বশে, বাখানে আপন রসে,
বুঝাইলে না বুঝে সংবাদ।
সে আদি অনাদি রতি, নির্গুণ শাশ্বত জ্যোতি,
যুগে যুগে একবেশ ধরি ;
তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বারম্বার নমস্কার করি।

৩১

আসন লোয় লোয় ভণ্ডার।
যো কছু পায়া সো একোবার ॥
করি করি বেখৈ সিরজন হার।
নানক, সচ্চে কী সাচীকার ॥
আদেশ তিসৈ আদেশ।
আদি অনিল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একোবেশ ॥

সে যে ত্রিলোকের ধাতা, ত্রিলোকে আসন পাতা,
ত্রিলোকের সুন্দর ভাণ্ডারী ;
যে চিনেছে একবার, অনায়াসে হয় পার,
সে যে ভবসিন্ধুর কাণ্ডারী।

সিদ্ধি-লব্ধ পূর্ণ জ্ঞানে, ভাতে নব সৃষ্টি প্রাণে,
সে আনন্দে যে রহে মগন ;
ঠেলিয়া পীযূষ-ধারা, জ্ঞান লয়ে তোলাপাড়া,
অবোধ কে তাহার মতন !
নানক কহিছে সার, এ সব কৌশল তাঁর,
যোগীরে ভুলায় মিছা স্তোকে ;
তাঁহার করণ নিত্য, যাহা করে তাই সত্য,
ব্যাপ্ত-সত্ত্বা আঁধারে আলোকে ।
সে আদি অনাদি রতি, নিগুর্ণ শাশ্বত জ্যোতি,
যুগে যুগে একবেশ ধরি ;
তাঁহারে আপন জানি, জুড়িয়া যুগল পাণি,
বারম্বার নমস্কার করি ।

৩২

ইকদূ জীভৌ লখ হোহি, লখ হোবহি লখ বীস ।
লখ লখ গেড়ঁা আখীয়হি, ইক নাম জগদীশ ॥
এতুরাহি পতি পৌড়িয়াঁ, চড়িঁয়ে হোই ইকীস ;
সুনি গল্লাঁ আকাসকী, কীটা আয়ী রীস ।
নানক, নদরী পাইয়ৈ, কুড়ে কুড়ৈ ঠীস ॥

এক সে পরম ধাতা, বিশ্ব চরাচরে গাঁথা,
এক সাক্ষী মহিমা-মণ্ডিত ;
অদ্বৈত বা দ্বৈত তত্ত্ব, সেথা সব তর্ক ব্যর্থ,
যথার্থ কি, জানে না পণ্ডিত ।

বিবাদ-অতীত সে যে, বুঝিয়া যে জন ভজে,
চতুর সে, সুখে হয় পার ;
যে জানে সে সত্যময়, সব তার সত্য হয়,
বিচারের ধারে না সে ধার।
আকাশের শূন্য মাঝে, গন্ধর্ব্ব-নগর আছে,
সহজে কে করিবে প্রত্যয় ?
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নর, তর্কে পাবে কি খবর,
সে যে তর্কে প্রতিপাদ্য নয়।
নানক কহিছে সার, সেই সত্য সারাৎসার,
আর সব প্রলাপবচন ;
যত কিছু অন্য বোল, সব শুধু গণ্ডগোল,
কর ভাই সত্যের সাধন।

৩৩

আখ ন জোর, চুপৈ নহ জোর।
জোর ন মাগন, দেন ন জোর ॥
জোর ন জীবন, মরণি নহ জোর।
জোর ন রাজ, মালি মন সোর ॥
জোর ন সুরতী গিয়ান বিচার।
জোর ন জুগতী ছুটৈ সন্‌সার ॥
জিস হথ জোর কর বেখৈ সোই।
নানক, উতম নীচু ন কোই ॥

যে জন মহান্ সত্য করে অনুভব,
সে নারে জড়ের মত থাকিতে নীরব ;
অথচ বদনে তার বাক্য না যুয়ায়,
মৌন কিম্বা বাক্যশীল দুই তুল্য তায়।
ভিক্ষায় না মিলে তাঁর তিলেক সন্ধান ;
কিম্বা পেয়ে কেহ নারে করিবারে দান।
যে জেনেছে সে মাধুরী সুধা ঢল ঢল,
জীবন মরণ তার সমান সকল।
হোক্ না রাজার রাজা ধনরত্নময়,
বিশ্বজয় কিম্বা নাশ কারো কার্য্য নয়।
ব্যর্থ সেথা শ্রুতি স্মৃতি জ্ঞানের বিচার,
তাঁরে না পাইলে কভু ছুটেনা সংসার।
যে জন ডুবিয়া রহে সত্য-পারাবারে,
সেই সে কেবল তরে সংসার-আঁধারে।
নানক, ছাড় রে বৃথা ভেদাভেদ জ্ঞান,
উচ্চ নীচ কেহ নাই, সকল সমান।

৩৪

রাতী রুতী থিতী বার ;
পবন পানী অগণী পাতাল।
তিস্ বিচ ধরতি থাপি রখী ধর্মশাল
তিস্ বিচ জীয় জুগতি কে রংগ।
তিন কে নাম অনেক অনন্ত ॥

করমী করমী হোই বিচার।
সচ্চা আপ সচ্চা দরবার ॥
তিথৈ সোহন পঞ্চ পরবাণ।
নদরী করমি পবৈ নিসান ॥
কচ্চ পকাই উথৈ পাই।
নানক, গয়া জাপৈ জাই ॥

ষড়-ঋতু তিথি বার, সাতটি পাতাল আর,
অগ্নি জল বায়ু আছে যত ;
এ সকল জড় মাঝে, অনুভব শক্তি রাজে,
সেই শক্তি ধর্ম্মশালা মত।
ধরমশালায় হেন, অসংখ্য মানব যেন,
আসে বসে পুন যায় চলে' ;
সেরূপ বিচার-জ্ঞানে, কত ভাব উঠে প্রাণে,
কত শক্তি কত যুক্তি ফলে।
ধর্ম্মশালে জীবচয়, কেহ তো না স্থিত রয়,
সেইরূপ বিচারের জ্ঞান ;
বুদ্‌বুদের মত ফুটি, পুন যায় কোথা ছুটি,
আর তার না মিলে সন্ধান।
দিব্য-জ্ঞান হবে যবে, অসংখ্য চিন্তায় তবে,
বিচারের বাঁধন পড়িবে ;
সত্য দরবার-সখা, সত্যরূপে দিবে দেখা,
সত্যরূপে আপনা চিনিবে।

পঞ্চ-কর্ম্ম সাধ ভাই, আর কোনো কর্ম্ম নাই,
হবে যা'তে অনুভব-জ্ঞান ;
কাঁচা পাকা চিনে' খাবে, সকল সন্দেহ যাবে,
নানক কহিছে, ছাড় ভান।

৩৫

ধরম খণ্ডকা এহো ধরম।
গিয়ান খণ্ডকা আখহু করম ॥
কেতে পবন পানী বৈসন্তর, কেতে কান মহেশ।
কেতে বরমে ঘাঢ়তি ঘাঢ়ীয়হি রূপ রঙ্গ কে বেশ ॥
কেতীয়া করমভূমি মের কেতে, কেতে ধূ উপদেশ ;
কেতে ইন্দ্ চন্দ্ সুর কেতে, কেতে মণ্ডল দেশ।
কেতে সিধ্ বুধ নাথ কেতে, কেতে দেবী বেশ ॥
কেতে দেব দানব মুনি কেতে, কেতে রতন সমুন্দ ;
কেতীয়া খানী কেতীয়া বাণী, কেতে পাত নরিন্দ।
কেতীয়া সুরতী সেবক কেতে, নানক, অন্ত ন অন্ত ॥

ধর্ম্মের ধরম এই শুন সবিশেষ,
শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম,—মান্য-করা শ্রীগুরু আদেশ।
এ হেন সাধন-কর্ম্ম সাধি ভাগ্যবান্,
অনায়াসে লাভ করে সত্য মহা-জ্ঞান।
দিব্য কর্ম্মে দিব্য জ্ঞান লভিবে যখন,
হেলায় খুলিয়া যাবে সুদিব্য নয়ন।

তখন বিস্ময়ে চাহি হবে চমৎকার,
হেরি বিশ্বনাথের সে লীলার সম্ভার।
অসংখ্য বরুণ বায়ু দেব বৈশ্বানর,
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত মহেশ্বর ;
রূপরঙ্গময় মেরু অসংখ্য রচনা,
কত কর্ম্ম ভূমি কত জ্ঞানের দ্যোতনা :
কত ইন্দ্র কত চন্দ্র কত সুর নর,
কত গ্রহ উপগ্রহ সিদ্ধ বুদ্ধ চর ;
দানব ও দেব দেবী মুনি শত শত,
কত ধন রত্নখনি রত্নাকর কত ;
কত জ্ঞানী পাত্‌সাহ কত মহারাজ,
কত শ্রুতি শাস্ত্র কত সেবক সমাজ ;
সংখ্যাতীত সে অনন্ত নাহি পারাপার,
নানক, অনন্ত লীলা হের চমৎকার।

৩৬

গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান পরচণ্ড।
তিথৈ নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ ॥
সরম খণ্ডকী বাণী রূপ।
তিথৈ ঘাড়তি ঘড়ীয়ৈ বহুত অনূপ ॥
তাঁ কীয়া গল্লা কথিয়াঁ না জাই।
জে কো কহৈ পিছৈ পছতাই ॥

তিথৈ ঘড়ীয়ৈ সুরতি মতি মন বুধি।
তিথৈ ঘড়ীয়ৈ সুরা সিদ্ধা কী সুধি॥

স্বতঃ-প্রকাশিত দিব্য জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান-মণি,
বিনোদ-নিনাদে তার কোটি আনন্দের খনি ;
নানা বর্ণ নাম-যুত পুঞ্জ পুঞ্জ ফুলদল,
জ্ঞানের উদ্যানে ফুটি, রসে গন্ধে ঢল ঢল।
যে যেমন মধু পায় পান করি আত্মহারা,
সে রস-সৌন্দর্য্যে ডুবি হয় সে পাগল-পারা।
উদ্যান বাহিরে থাকি মিছে কর আনাগোনা,
কল্পনায় শত জন্মে মিলিবে না সে ঠিকানা।
যে জন ফুলের মধু একান্তে লয়েছে লুঠে,
স্মৃতি মতি মন বুদ্ধি তার শুদ্ধ হয়ে উঠে ;
দেবগণ সিদ্ধগণ সকলে বন্দনা গায়,
উদ্যান-প্রাচীর লঙ্ঘি' আর না বাহিরে যায়।

৩৭

করম খণ্ড কী বাণী জোর।
তিথৈ হোর ন কোই হোর॥
তিথৈ যোধ মহাবল সুর।
তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর॥
তিথৈ সীতো সীতাঁ মহিমা মাহি।
তাঁকে রূপ ন কথনে জাহি॥

না উহি মরহি ন ঠাগে জাহি ।
জিন কৈ রাম বসৈ মন মাহি ॥
তিথৈ ভগত বসহি কে লোয় ।
করহি আনন্দ সচ্চা মন সোহ্ ॥
সচ্চ খণ্ড বসৈ নিরঙ্কার ।
কর কর বেখৈ নদরি নিহাল ॥
তিথৈ খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড ।
জে কো কথৈ ত অন্ত ন অন্ত ॥
তিথৈ লোয় লোয় আকার ।
জিবঁ জিবঁ হুকমু তিবৈ তিবাঁকার ॥
বেখৈ বিগসৈ করি বিচার ।
নানক, কথনা করড়া সার ॥

সদ্-গুরু বাণী শুনি যুক্ত প্রেম ভরে,
যে জন আদেশে তাঁর করম আচরে ;
অনায়াসে ছুটে যায় যত ভব-রোগ,
সার্থক তাহার সেই পূত কর্ম্ম-যোগ ।
সদ্-গুরু বাণী যার মানসে বিভাতে,
অন্য কোনো বাক্য তারে না পারে ভুলাতে
অদ্ভুত সে কর্ম্ম-ভূমি নাহিকো তুলনা,
সে কর্ম্মে বিনাশ করে বন্ধন-যাতনা ;
মহাবলশালী যত কর্ম্ম-বীরগণে,
সেথায় বসতি করে শ্রীরাম-চরণে ।

যে মহা শকতি সেথা সদা বিরাজিত,
স্বরূপ-মহিমা তাঁর নহে তো বিদিত।
যেইজন শ্রীরামের পেয়েছে সাহিত,
অমর সে, কেহ নারে করিতে বঞ্চিত।
অনন্ত ভকত সেথা বসতি করিয়া,
সত্যের বিমলানন্দে রয়েছে ডুবিয়া ;
সে মহা সত্যের ভূমি জ্ঞানের আলয়,
যে জেনেছে, মহানন্দে সে তথায় রয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড অখণ্ড-মণ্ডল,
কে পারে গণনা করি বুঝিতে সকল ?
অসংখ্য আকার, বহু মানব-সমাজ,
যার প্রতি যে হুকুম, করে সেই কাজ।
দুরূহ বুঝিয়া লওয়া কি তাঁর আদেশ,
ধীর স্থির জন মাত্র জানে সবিশেষ।
রে নানক, হেন কর্ম্ম ছাড়িও না তুমি,
আদেশ বহিয়া শিরে চল কর্ম্মভূমি।

৩৮

জত হাপরা, ধীরজ সুনিয়ার ;
অহরণ মতি, বেদ হতীয়ার।
ভউখলা অগনি তপ তাউ ॥
ভস্ত্র ভাউ, অমৃত তিত ঢাল।
ঘড়িয়ৈ সব্‌দ সচ্চী টকসাল ॥

জিন কউ নদরি করম তিন কার।
নানক, নদরী নদর নিহাল ॥

সত্য-টঁ্যাকৃশালে বসি ধৈর্য্য-স্বর্ণকার,
চিত্তরূপ ঘরে লয়ে বেদ-হাতিয়ার,
গুরুবাক্য-কর্ম্মরূপ ভস্ত্রিকার চাপে,
ব্রহ্মজ্ঞান-অগ্নিরূপ তপস্থার তাপে,
অবিষ্ঠা ঢালাই করি পৌরুষ-ছাপরে,
অমৃতের অলঙ্কার মন-স্থখে গড়ে।
ওই শুনা যায় তার অনিন্দিত-নাদ,
কৃপা-বলে জানা যায় সে শুভ সংবাদ।
যে চলে হুকুমে, নাহি বাছে কালাকাল,
রে নানক, সেই জানে কোথা টঁ্যাকৃশাল।

অন্ত শ্লোক

পবন গুরু, পানি পিতা, মাতা ধরতী মহৎ।
দিবস রাতি দুই দাহী দাইয়া, খেলৈ সগল জগৎ
চংগিয়াইয়াঁ বুরিয়াইয়াঁ বাচৈ ধরম হদূর।
করমী আপো আপনি কেনেড়ৈ কে দূর ॥
জিনী নাম ধিয়াইয়া গয়ে মসকৃত ঘাল।
নানক, তে মুখ উজলে কেতী ছুটি নাল ॥

সমীরণ গুরু আর মহাসিন্ধু পাতা,
মহতী এ বসুন্ধরা সকলের মাতা।

যেরূপ দিবস-নিশি আসে আর যায়,
সেরূপ অবিদ্যা-বিদ্যা খেলিছে ধরায় ;
এ দুই মন্থন করি ধর্ম্মের উদ্ভব,
অদ্বিতীয় সত্য তাঁর অমূল বৈভব।
বিদ্যা কি অবিদ্যা-বলে যে করে যেমন,
মুক্ত কিম্বা বদ্ধ হয় সেজন তেমন।
সার কর্ম্ম মহা-বাক্য কর রে পালন,
মোক্ষ লাভ হবে তোর ঘুচিবে বন্ধন।
সত্য মিথ্যা একবার দেখরে বিচারি,
নিশ্চয় পূরিবে আশা করম আচরি।
'নাম-জপ' কর্ম্ম যেবা করে অনুষ্ঠান,
সত্য-বলে পায় সেই মুক্তির সন্ধান।
রে নানক, হেন কর্ম্মী প্রেম-ভক্তি-বলে,
বসুন্ধরা-জননীর শ্রীমুখ উজলে।
সমস্ত শরীর-মন করি অবনত,
জপকারী-মহাজনে প্রণতি নিয়ত।

সমাপ্ত।

দরবেশ-গ্রন্থাবলী

বিজলী সঙ্গীত (৪র্থ সংস্করণ)	।০
গানের খাতা	॥০
শ্রীবৃন্দাবন-শতক (২য় সংস্করণ)	॥০
(শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত মূল শ্লোক ও পদ্যানুবাদ ; উক্ত সরস্বতী ঠাকুরের জীবনী সহ)	
কাবেরী (কবিতা)	।।০
সঙ্গীত-সুধা	৵০
(শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-দেব বিরচিত সঙ্গীতাবলি)	
মন্দির (গীতিকাব্য, ৩য় সংস্করণ)	২৲
সাম-সন্ধ্যা গাথা	।০
(সামবেদীয় ত্রিসন্ধ্যা বিধি বিশুদ্ধ ভাবে বঙ্গাক্ষরে লিখিত, তন্নিম্নে অতি সুললিত পদ্যানুবাদ)	
কুল সঙ্গীত	৵
(স্বর্গীয় সাধক কুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতাবলি ও কুল শাস্ত্রের আলোচনা)	
সুসোমা (কবিতা)	১

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ। আউধ্ গর্বী, শিবালয়, বেনারস সিটী।

(২) শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত ১৫২নং হারাবাগ, বেনারস সিটী।

(৩) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ২০।১নং রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

(৪) শ্রীগুরুসঙ্গ লাইব্রেরী ২০৩।৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

এবং

(৫) গুরুদাস চাটার্জি এণ্ড সন্স্,

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।